ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭১ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-122 ■ 8 February, 2025 ■ আগরতলা ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ২৫ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

‘অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক’ - ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ধ্বংসে তীব্র নিন্দা ভারতের

বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনারকে তলব

নয়াদিল্লী, ৭ ফেব্রুয়ারি।। ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ধানমন্ডির বাড়ি গুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানালো ভারতের বিদেশমন্ত্রক। ওই ঘটনাকে অত্যন্ত ‘দুর্ভাগ্যজনক’ বললেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। এদিকে, ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনারকে আজ বিদেশ মন্ত্রক তলব করেছে। শেখ হাসিনার মন্তব্য নিয়ে ভারতকে দায়ী করা উচিত নয় স্পষ্ট করে দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

সাংবাদিকদের সামনে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে দখলদায়িত্ব ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের প্রতীক শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাসভবন, ৫ ফেব্রুয়ারি ধ্বংস করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, যাঁরা বাঙালি হিসেবে পরিচিত এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে মূল্য দেন তাঁরা সকলেই বাংলাদেশের জাতীয় চেতনার জন্য এই বাসভবনের গুরুত্ব সম্পর্কে জানেন। এই ভাঙচুর এবং ধ্বংসলীলার কঠোর সমালোচনা করা উচিত।

ভারতে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার, জনাব মোঃ নুরাল ইসলামকে আজ বিকেল ৫ টায় এমইএ দ্বারা সাউথ ব্লকে তলব করা হয়েছিল। বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারকে তলব করার বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন সরকারী মুখপাত্র, রণধীর জয়সওয়াল।

এদিন ভারত বাংলাদেশের পারস্পারিক সম্পর্ক এবং বর্তমান সময়ে দু দেশের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনার কে বলা হয়েছে, ভারত বাংলাদেশের সাথে একটি ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং পারস্পরিক উপকারী সম্পর্ক চায়। যা সাম্প্রতিক উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে বেশ কয়েকবার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে এটা দুঃখজনক যে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের নিয়মিত বিবৃতি ভারতকে নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করে, অভ্যন্তরীণ শাসন সংক্রান্ত সমস্যার জন্য এদেশকে দায়ী করে। বাংলাদেশের এই বিবৃতিগুলো আসলে ক্রমাগত নেতিবাচকতার জন্য দায়ী।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দায়ী করা মন্তব্যগুলি তার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় করা হয়েছে যাতে ভারতের কোন ভূমিকা নেই। তাঁর মন্তব্যের জন্য ভারতকে দায়ী করে দুই দেশের মধ্যে ইতিবাচক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করবে না। যদিও ভারত সরকার পারস্পরিক কল্যাণকর সম্পর্কের জন্য প্রচেষ্টা চালাবে।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ মন্ত্রী সুশান্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন ত্রিপুরার খাদ্য, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সেদেশে লাগাতর খুন, সন্ত্রাস এবং সম্প্রতি ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত ভবনটি বুলডোজার চালিয়ে গুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় ডা: ইউনূসের নেতৃত্বে পরিচালিত অর্নবর্তী সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন তিনি। আজ সামাজিক মাধ্যমে এক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেটের সমর্থনে ও বিরোধীতায় মিছিল

জনকল্যাণকারী প্রশংসায় বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। জনকল্যাণকারী ও জন-হিতৈষী বাজেট পেশের জন্য মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা সহ অন্যান্য মন্ত্রীদের ধন্যবাদ জানিয়ে ৮ টাউন বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে আগরতলা রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ থেকে এক রেলির আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক বিজেপি কর্মী বলেন, ২০২৫ সালের কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে জনকল্যাণমুখী বাজেট পেশ করেছে। এরজন্য কেন্দ্রীয় সব মন্ত্রীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। তাছাড়া, গত ৫ ফেব্রুয়ারী আস্তাবল ময়দানে ২৮০৬ জনকে চাকুরীর নিয়োগপত্র বিলি করা হয়েছে। এই উদ্যোগের জন্য মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনবিরোধী, বলল সিআইটিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রের শ্রমিক, কৃষক এবং জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছে সিআইটিইউ। আজ মেলারমাঠসিত পার্টি জেলা অফিসের সামনে থেকে মিছিল শুরু করে শহরে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কামান চৌমুহনীতে সভায় মিলিত হয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মানিক দে বলেন, সিআইটিইউর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে আজ আগরতলায় কেন্দ্রের শ্রমিক, কৃষক এবং জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট অত্যন্ত খারাপ বাজেট পেশ করা হয়েছে। ওই বাজেটে আমজনতার কোনো প্রাধান্য নেই। তাঁর অভিযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম, গ্রামউন্নয়ন সহ একাধিক খাতে অর্থ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। শিল্প ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে বর্তমান রাজ্য সরকার। সার্বিক উন্নয়নের নিরিখে ত্রিপুরা এখন একটা পারফর্মার স্টেট হিসেবে গন্য হচ্ছে। এর পাশাপাশি ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষি, নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ পরিষেবা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যসেবা সহ একাধিক খাতে কর্মসংস্থান এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। শুক্রবার নরসিংগড়স্থিত টিআইটি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ‘স্কিল-উদয় তংনাই’ — দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে বলেছেন যতক্ষণ ধরে উত্তর পূর্বের আটটি রাজ্যের উন্নয়ন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষ উন্নয়ন হবে না। আর যেমন কথা তেমন কাজ। আগে কি দুরবস্থায় ছিল উত্তর পূর্বাঞ্চল। কয়েক দশক ধরে এই অঞ্চল সন্ত্রাসবাদে জর্জরিত ছিল। কখন কোথায় কী হবে বলা যেত না। কিন্তু ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর পুরো উত্তর পূর্বাঞ্চলকে হিরা মডেল দিয়েছেন। ত্রিপুরায় ৬টি জাতীয় সড়ক, দ্রুতগতির ইন্টারনেট, উন্নত রেল পরিষেবা ও বিমান পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার এমবিবি এয়ারপোর্ট উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম সুন্দর এয়ারপোর্ট হয়েছে। আগের চাইতে এখন ত্রিপুরা অনেক উন্নত হয়েছে। বাইরে থেকে এসে সেটাই বলছেন মানুষ।

আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রায় ১২টি মৌ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিস্তল সহ তিন রাউন্ড বুলেট উদ্ধার আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক বাড়ি থেকে পিস্তল সহ তিন রাউন্ড বুলেট উদ্ধার করেছে মধুপুর থানার পুলিশ। সাথে একজনকে আটক করা হয়েছে।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা, ভালো ফলাফল করবে বিজেপি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ভালো ফলাফল করবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে এবার বিজেপি জয়ী হয়ে সরকার গঠন করবে। এবছর দলের ফলাফল ভালোভাবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এরাজের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা।

শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন বিভিন্ন এক্সিটপোল দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় সম্পর্কে নিশ্চিত করেছে। এবার দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় কেউ রুখতে পারবে না বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নরেন্দ্র মোদির মতো ভীরু এবং নির্লজ্জ প্রধানমন্ত্রী আগে দেখেনি দেশবাসী ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতো ভীরু এবং নির্লজ্জ প্রধানমন্ত্রী এর আগে দেখেনি দেশবাসী। শুক্রবার এমনটাই বললেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় উৎপাদিত কালো চাল দিল্লি রওয়ানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। জৈব পদ্ধতিতে ত্রিপুরায় উৎপাদিত কালিখাসা, হরিনারায়ণ এবং কালো চাল বাজারজাতকরণ করা হয়েছে। যার মূল্য ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। রাজ্যের কৃষকরা দারুণভাবে লাভবান হবেন। আজ বাজারজাতকরণ অনুষ্ঠানে এমনটাই অভিমত প্রকাশ করলেন কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন তিনি বলেন ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ অর্গানিকস লিমিটেড, নতুন দিল্লি সর্বতোভাবে সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। গত মাসেই নয়া দিল্লির এই সংস্থার সঙ্গে রাজ্য কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের চুক্তি হয়। আজ তাদের মাধ্যমেই রাজ্যের কৃষকদের পূর্ব পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসল প্রথম বাজারে যায়। তাঁর বিশ্বাস, এতে রাজ্যের কৃষকরা দারুণভাবে লাভবান হবেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, জৈব চাষ: মিশন অর্গানিক ভেলু চেইন ডেভেলপমেন্ট ফর নর্থ ইস্টার্ন রিজিওন উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে জৈব চাষের ব্যাপক সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের ডোনার মন্ত্রালয় ২০১৫-১৬ সাল থেকে “মিশন অর্গানিক ভেলু চেইন ডেভেলাপমেন্ট ফর নর্থ ইস্ট রিজিয়ন” প্রকল্পটি চালু করেন যা আমাদের রাজ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষ থেকে রূপায়িত হয়ে আসছে।

বিষয়

তাঁর কথায়, এবছর থেকে আরও ৬ হাজার ৫০০ হেক্টর এলাকায় জৈব চাষ সম্প্রসারণের এর কাজ চলছে যার জন্য আরও নতুন ১৩টি এফ পি সি গঠণের উদ্দেশে কাজ চলছে। তাছাড়া, ৫ টি সার্ভিস প্রোভাইডার যথা আইকোয়া, শীল বায়োটেক এবং সিমফেড, বায়োসার্ট ইন্টারন্যাশনাল এবং প্রকৃতি অর্গানিক জৈব চাষে কৃষকদের সহায়তার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

তাঁর দাবি, বর্তমানে রাজ্যে জৈব পদ্ধতিতে সুগন্ধি ধান, আনারস, গোল মরিচ, আদা, হলুদ, লঙ্কা, মিলেট, কালো চাল ইত্যাদি ফসলগুলির চাষাবাদ হচ্ছে। তাছাড়া, এখন পর্যন্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে এক ব্যক্তির ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে রায় দিয়েছে বিশালগড় মহকুমা আদালত। আজ ২২ জনের সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন বিচারপতি দেবাশীষ কর।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত ২০১৯ সালে জুলাই মাসে দেবাশীষ দাস নেহাল চন্দ্রনগর এলাকারই এক নাবালিকা কন্যার বাড়িতে গিয়ে তার একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে ধর্ষণ করেন। নাবালিকা কন্যাটি ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা অপহরণকাণ্ডে গ্রেফতার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ ফেব্রুয়ারি ।। নাবালিকা অপহরণ কাণ্ডে এক যুবককে গ্রেফতার করে কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ। অপহরণকাণ্ডে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ।

এব্যাপারে কৈলাসহর মহিলা থানার ওসি রিপিতা ভট্টাচার্য্য সংবাদমাধ্যমকে জানান, কৈলাসহর চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং
২৫ মাঘ, শনিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশে সেনায় পাকপনী লবি !

বাংলাদেশের পরিস্থিতি দিনের পর দিন ক্রমশ অবনতির দিকে ধাবিত হইতেছে। ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা চরম পর্য্যায়ে পৌঁছিতে পারে।

বাংলাদেশে সেনা টানাপোড়েন শুরু হইয়াছে। বর্তমান সেনা প্রধান ওয়াকার উজ জাম আমলেই নিযুক্ত হন। বাংলাদেশ সেনার অভ্যন্তরে বরাবরই পাকিস্থান ইসলামির প্রভাবে রহিয়াছে। সেনাদের একাংশ এই কাজে লিপ্ত রহিয়াছে। ১৯৭৫ সালে বাংলা অভ্যুত্থান ও বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশে সেনা প্রধান জিয়াউল রহমান সেনাদের একাংশের বিদ্রোহে চট্টগ্রামে নিহত হন। বাংলাদেশ সেনার মধ্যে যেমন পাকিস্থান বিরোধী ও মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতাকামী
সেনারা রহিয়াছে, তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই পাকিস্তান ইসলামির দোসররাও সরব
হইতে শুরু করে। বি এন পির সমর্থক গুরুত্বপূর্ণ পদে রহিয়াছেন। ইদানিং বাংলাদেশ সেনা বাহিনীতেও আধা পাকিস্থানপন্থীদের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। আগস্টে বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের উচ্ছেদ ও মহঃ ইউনুসের নো সরকার গঠনের পর থেকে বাংলাদেশ সেনা বাহিনীতে টানাপোড়েন পাকিস্থানপন্থী জামাত ঘনিষ্ঠ সেনাকর্তারা পাক গুপ্তচর চক্র আই এস আই বাংলাদেশকে ভারত বিরোধী এক দ্বিতীয় পাকিস্থানে পরিণত করিতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে এই ধরনের প্রয়াস খুবই ভয়ংকর। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যেমন পাকিস্থানপন্থী মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা ধারার সংঘাত শুরু হইয়াছে, ঠিক তেমনি অন্দরেও অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াই শুরু
হইয়াছে। সেনা প্রধানকে সরাতে চাইছেন পাকিস্থানপন্থী সেনা কর্তারা। ফলে প্রবল সংঘাত শুরু হইয়াছে বাহিনীর অন্দরে।এর ফলে শুধু নয়াদিল্লিতেই নয়, নতুন মার্কিন প্রশাসনের অন্দরেও পাকিস্থানপন্থী সেনা শাসন মার্কিন প্রশাসন বরদাস্ত করিবে না। এ ধরনের প্রয়াস অব্যাহত থাকিলে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আরো জটিলতার আকার ধারণ করিতে বাধ্য হইবে। বাংলাদেশের শান্তি কামিনী জনগণ ইহা কোনভাবেই মানিয়া নিতে পারতেছেন না। দেশের অভ্যন্তরে যেভাবে ২ গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ক্রমশ যেভাবে বাড়িতে সে তাহাজে কোন সময় ভয়ঙ্কর পরিণতি ডাকিয়া আনিতে পারে। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া বাংলাদেশের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় মাঝ ধরিয়ায় হাবুডুবু খাইতে হইবে।

লাভ জিহাদ-১ : লাভ জিহাদ ঠেকাতে সব্যসাচীর ভূমিকায় সঙ্ঘের রঞ্জন

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মাত্র ছয় মাস আগে বহরমপুরের একটি কলেজ থেকে স্নাতক হয়েছে সুমনা হালদার (নাম পরিবর্তিত)। প্রাইভেট টিউশন করে পড়াশোনার খরচ বহন করতো। দুই ভাই—বোনের মধ্যে সুমনাই বড় ছিল। কদিন আগে হঠাৎ সুমনা উধাও হয়ে যায়।

এটা একটা নির্দিষ্ট ঘটনামাত্র। পশ্চিমবঙ্গে লাভ জিহাদের ঘটনা বাড়ছে। এটা ঠেকানোর চেষ্টায় দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় প্রায় দেড় দশকের আরএসএস স্বয়ংসেবক, 'ধর্ম জাগরণ সমন্বয়' (মধ্য বঙ্গের প্রান্ত)-এর সহ সংযোজক লেফটেনান্ট ড: রঞ্জন বন্দোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে কথা বললেন এই প্রতিবেদক।

প্রশ্ন কেন, কোন অঞ্চলে লাভ জিহাদ বেশি হচ্ছে?

উঃ লাভ জিহাদ গোটা রাজ্য জুড়ে হচ্ছে। নেপালি, ভুটিয়া গরিব মেয়েদেরও ফুঁসলিয়ে নিয়ে আসছে মুসলিমরা। উত্তরবঙ্গের মালদা, মধ্য বঙ্গের পূর্ব বর্ধমান এবং দক্ষিণ বঙ্গের হাওড়া জেলা থেকে বেশি ঘটনার কথা জানা যাচ্ছে। কয়েক বছরে বাংলাদেশের মুসলিম অনুপ্রবেশকারী বেড়ে যাওয়ায় লাভ জিহাদের ঘটনাও বেড়েছে।

প্রশ্ন লাভ জিহাদ ঠেকানোর কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?

উঃ হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ধর্ম জাগরণ সমন্বয় প্রভৃতি সংগঠন ধারাবাহিকভাবে লাভ জিহাদ ও ধর্মান্তরকরনের বিরুদ্ধে কাজ করছে। আমাদের কাছে বছরে গড়ে আড়াই থেকে তিন হাজারের মতো কেস আসে। আমাদের নজরে আসে না, এমন সংখ্যা এর দ্বিগুণ বলে অনুমিত হয়। গত বছর প্রায় ৩ হাজার কেস এসেছিল আমার কাছে। তার মধ্যে ৩১১টা মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। সেভাবে পরিকাঠামোগত পরিকল্পনার অভাবে অনেক কিছুই করতে পারিনি।

প্রশ্ন পরিকাঠামোর কী ধরণের অভাব বেশি বোধ করছেন?

উঃ গরীব ঘরের হিন্দু মেয়েদের উদ্ধার করে তাদের আশ্রয় দেওয়া, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, পুনর্বিবাহ দেওয়া, অথবা মামলা মোকদ্দমার অর্থ জোগাড় করা এসব ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কোনও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা বা পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এই যে সুমনার নিখোঁজের ঘটনা দিয়ে শুরু করেছি, ২৬ জানুয়ারি তাঁকে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করা হয় আমাদের চাপে।

প্রশ্ন অতি সম্প্রতি এভাবে নিখোঁজ বা লাভ জিহাদের কয়েকটি ঘটনা?

উঃ মানিকচক কলেজের বি এ সেকেন্ড সেমিস্টারের ছাত্রী ছিল নীহারিকা (নাম পরিবর্তিত)। ওর বাবা দরিদ্র অগ্রদাণী ব্রাহ্মণ। ২২ জানুয়ারি নিখোঁজ হয়। শেখ সিরাজুল ওই থানা এলাকায় চাঁদপাড়া গ্রামে থাকে। কেরালায় শ্রমিক সরবরাহের কাজ করে। সবে পুখুরিয়ার থানায় মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে ও ধর্মান্তরিত হয়ে 'নিকাহ' করে নিয়েছে।

গত ২৯ জানুয়ারি পরীক্ষার ডিউটি না থাকায় ছুটি ছিল। একটা খবর পেয়ে ভোর পাঁচটার সময় গাড়ি নিয়ে রওনা দিলাম, শান্তিপুর ঘাট পার হয়ে কালনা থানা। এখানকার খরিনান এলাকায় একটি মেয়েকে বাচ্চা-সমেত উদ্ধার করতে হবে। ঘোষেদের মেয়ে মাধবী (নাম পরিবর্তিত) উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে পাশের নাদনঘাট থানার জালুউডাঙা গ্রাম থেকে খরিনান পালিয়ে আসে।

ওকে উদ্ধার করতে এসে প্রচন্ড মারামারি হয়। সেই শোকে এক মাসের মধ্যেই ওর বাবা হৃদরোগে মারা যান। শুরু হয় বিধবা ঘোষবৌদির লড়াই। ততদিনে মাধবী ঘোষকে ধর্ম পরিবর্তন করিয়ে বানানো হয়েছে আয়েষা সিদ্দিকা। আমি ওর পিতৃহারা বোনকে সাথে সাথে বেথুয়াডহরীর একটি হোস্টেলে গোপনে রেখে দিই।

প্রশ্ন উদ্ধার হওয়া মেয়েরা কতটা স্বাবলম্বী হতে পারে?

উঃ ওঁদের কাউকে স্কুলে, কলেজে, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি।

জম্মুতে প্রতিবাদ শিবসেনার, বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের নির্বাসনের দাবি

জম্মু, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শিবসেনা শুক্রবার জম্মুতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমেরিকার থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেশ থেকে অবৈধ বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা অভিবাসীদের বিতাড়িত করার আবেদন জানিয়েছে। শিবসেনা (ইউবিটি)-র জম্মু ও কাশ্মীর ইউনিটের প্রধান মনীশ সাহনির নেতৃত্বে বিক্ষোভে অংশ নেন শতাধিক কর্মী।

তাঁরা বলেন, "শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠান'। "অবৈধ রোহিঙ্গা, বাংলাদেশিদের নির্বাসন"-এর মতো স্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড বহন করে তাঁরা প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হন। অবৈধ বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা অভিবাসীদের বিতাড়িত করার আবেদন জানানো হয়।

অপরাজেয় সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনী

ভূমিকা- ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের অপরাজেয় ঋত্বিক, স্বাধীনতা আন্দোলনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, দেশের গৌরব সুভাষচন্দ্র বসু প্রকৃত অর্থেই ছিলেন ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের এক সফল পথিকৃৎ। বিবেকানন্দের যৌবন মন্ত্রে যারা দীক্ষিত হয়ে দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র অন্যতম। ব্রিটিশ জাতির সকল দূরভিসন্ধি কে পরাস্ত করে, সকল চক্রান্ত ছিন্ন ভিন্ন করে তাঁর কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল সেই মহান বাণী "আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো"; এমন আত্মপ্রত্যয়ী উদাত্ত আহ্বান শুধুমাত্র নেতাজির পক্ষেই সম্ভব।সুভাষচন্দ্র হলেন ভারতের জন-গণ-মনঅধিনায়, নেতৃত্বের চির-জাগ্রত বিজয় রুদ্র, ভারতের মুক্তিসাধনার বিজয় পথিক, ভারতবাসীর চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় নেতাজি।

জন্ম ও পিতৃপরিচয় - বহু বিচিত্র কর্মোদ্যোগের মূর্ত প্রতীক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী ওড়িশার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জানকীনাথ বসু ছিলেন কটকের সরকারি উকিল। রত্নগর্ভা প্রভাবতী দেবী ছিলেন তাঁর মা। জানকী নাথের পৈতৃক নিবাস ছিল চব্বিশ পরগনা জেলার কোদালিয়া গ্রামে। এই বীর বিক্রম নেতার জন্মের মধ্যে যেন বিদ্রোহের নবজন্ম হল; ভারতের স্বাধীনতা যেন আকাঙ্ক্ষার নবজন্ম পেল ।

শৈশব -কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র সুভাষচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তারপর ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। এই কলেজে ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ অধ্যাপক ওটেন সাহেবের কটূক্তির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাবার অপরাধে তিনি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। তবে পরবর্তীকালে তিনি স্যার আশুতোষের চেষ্টায় দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন এবং প্রথম শ্রেণির অনার্সসহ বিএ পাস করেন। পিতার ইচ্ছানুযায়ী সুভাষ চন্দ্র ইংল্যান্ড যান এবং ১৯২০ সালে আইসিএস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান পেয়ে কৃতকার্য হন।

কর্মমুখর যৌবনকাল - সুভাষচন্দ্রের কর্মজীবন যেমন ঘটনাবহুল তেমনি রূপকথার কাহিনির মতোই রোমাঞ্চকর।তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দেশবন্ধুর নির্দেশে তিনি জাতীয় শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি তরুণ সমাজের বিপুল সমর্থন পেয়েছিলেন। তার সাথে সাথে তিনি পেলেন কংগ্রেস কমিটির প্রচার সচিবের পদ। তারপর ইংল্যান্ডের যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে হরতালের আহ্বায়ক রূপে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কারামুক্তির পর তিনি হলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। সেই সময় উত্তরবঙ্গের বন্যার ত্রাণকার্যে তিনি যে গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এরপর তিনি "ফরওয়ার্ড" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও পরবর্তীকালে কলকাতা পৌরনিগমের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু সরকারবিরোধী মনোভাবের জন্য তাঁকে কিছুদিনের মধ্যেই আবার কারাবরণ করতে হয়। এই সংগ্রামী দেশনায়কের অপ্রতিরোধ্য শক্তি দেখে ইংরেজ সরকার ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিলেন। তাই জীবনের অধিকাংশ সময়েই সুভাষচন্দ্রকে কাটাতে হয়েছে কারান্তরালের অন্ধকারে।

রাজনৈতিক জীবন - দেশবন্ধুর মতনই স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক নেতাজি র পথও এক ছিল এক। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে তিনি হরিপুরা ও ত্রিপোলিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ত্রিপুরি কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা সত্ত্বেও সুভাষ চন্দ্র বোসের সভাপতি নির্বাচন তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তারই প্রমাণ দেয়। তিনি চিলেন চরমপন্থীর অগ্রনায়ক। অতএব নেতাজির চরমপন্থী চিন্তাধারার সঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যপন্থী দলের মতবিরোধ হয়।

তাঁর সভাপতি নির্বাচনে নরমপন্থীরা বিক্ষুব্ধ হলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করে "ফরওয়ার্ড ব্লক" গঠন করেন ও জাতিকে স্বাধীনতা অর্জনের পথে নতুনভাবে দীক্ষিত করতে চাইলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে ও বিশ্বব্যাপী ইংরেজের প্রতি বিরোধীতা ছড়িয়ে দিতে। শক্তি ও অস্ত্রবল জোগাড় করতে তিনি বিদেশে পাড়ি দেবার কথা ভাবেন; ঠিক সেই সময় তাঁর সঙ্গে জওহরলাল ও গান্ধীর মতবিরোধ হয়; কারণ ইংরেজদের সঙ্গে বারবার আলাপ-আলোচনা ও অহিংস প্রতিবাদে যে স্বাধীনতা আসার নয় তা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন সুভাষ। 'স্বাধীনতা কেউ দেয় না, ছিনিয়ে নিতে হয়'। ব্রিটিশদের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে যে স্বাধীনতা প্রাপ্তি হবে না তা বুঝে গিয়িছেলন সুভাষ। তাঁর যুক্তি ছিল স্বাধীনতা হল এক শক্তির উন্মেষ এবং তাকে জাগাতে গেলে যুবা ভারত-কে জাগ্রত করে তুলতে হবে। বিশ্বাস দেখানোর মতো প্রেরণা জোগাতে হবে সকল ভারতবাসীকে। হিংসা মানে যে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করতে হবে তা বিশ্বাস করতেন না তিনি কিন্তু, সেই অপরাধ যদি বৃহত্তর স্বার্থের হিতকর হয় এবং অন্তরের আত্মা যদি এই অপরাধ করার জন্য ডাক দেয় তাহলে সে পথ থেকে পিছু হঠার প্রশ্ন ওঠে না বলেও মনে করতেন তিনি। ইংরেজ সুভাষচন্দ্রকে তাদের সামনে আসন্ন বিপদ ভেবে তাকে নজরবন্দী করে রাখে কিন্তু দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক সুভাষচন্দ্র রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে বিদেশে পাড়ি দেন।

সিঙ্গাপুরে মুক্তি ফৌজ গঠন - ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী - চারিদিকে সংবাদ রটে যায় যে সুভাষ চন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; তিনি নিরুদ্দেশ। এদিকে তিনি জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে রহস্যজনকভাবে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চলেছেন একক পথিক হয়ে ; স্বদেশের মুক্তি পূজারি হিসাবে। কাবুল ,বার্লিন , সিঙ্গাপুর- অসুস্থ দেহে তিনি এক প্রচণ্ড আগ্নেয় ঝড়ের মতো ছুটে চলেছেন। সিঙ্গাপুরে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে গঠিত "আজাদ হিন্দ ফৌজে" সুভাষচন্দ্র হলেন সর্বাধিনায়ক, হলেন রূপকথার রাজপুত্র; ভারতের প্রিয় নেতাজি।

ভারত আগমন ও পরাজয় - সেই সময় ইংরেজদের শত্রুদেশে জাপানে পৌঁছে সুভাষ চন্দ্র বোস তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। সবাই তাঁকে "নেতাজি" রূপে বরণ করল। তার চোখে তখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন, কণ্ঠে বজ্র গম্ভীর আহ্বান, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'। সেই সঙ্গে তাঁর নির্দেশ 'দিল্লি চলো'। আজাদ হিন্দ বাহিনী "জয় হিন্দ" বলে এগিয়ে চলে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। লক্ষ্য দিল্লির লালকেল্লা। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে আজাদ হিন্দ ফৌজ নেতাজির নেতৃত্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। যুদ্ধ চলতে থাকল। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের মাটি ইম্ফলে স্বাধীন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। কিন্তু জাপানের অসহযোগিতা এবং বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় আজাদ হিন্দ বাহিনীকে দুর্বল করে তোলে।এই সময় সুভাষচন্দ্র জাপানের তাইহোকু বিমানবন্দর থেকে বিমানে যাত্রা করেন সাহায্যের আশায়; তারপর আর নেতাজির কোনো খবর পাওয়া যায়নি। সংবাদে প্রকাশ তিনি পথমধ্যে, বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

মৃত্যু রহস্য - দেশবাসী তাঁর মৃত্যু সংবাদ আজও বিশ্বাস করে না। কোনো কোনো গবেষক এ ও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে নেতাজি জীবিত ,তাকে সাইবেরিয়ার জেলে বন্দি রাখা হয়েছে; আবার কেউ কেউ বলেন তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ নিয়ে কমিশন ও বসেছে কিন্তু রহস্য যেই তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

ভারত থেকে কীভাবে দল চালাচ্ছেন আওয়ামী লীগ নেতারা ?

অমিতাভ ভট্টশালী

শীতের সন্ধ্যা, কলকাতার উপকণ্ঠের এক রাস্তায় গাড়িতে কথা বলার জন্য বসেছিলাম আমি আর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এক সাবেক সদস্য। যাত্রাপথটা ছিল আধঘণ্টার একটু বেশি। তবে তার মধ্যেই অন্তত গোটা দশেক ফোন এল তার। বেশিরভাগই বাংলাদেশে তার নির্বাচনি এলাকার আওয়ামী লীগ কর্মীদের কল।

ওই সংসদ সদস্য তার নাম উল্লেখ করতে দিতে চাইলেন না। গাড়িতে যেতে যেতেই আবার ভিডিও কলেও কথা বললেন তিনি কয়েকজনের সঙ্গে। ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশব্যাপী নানা দলীয় কর্মসূচির ঘোষণা করে দিয়েছেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব। ওই সাবেক সংসদ সদস্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন যে সেইসব কর্মসূচি কীভাবে পালন করতে হবে নিজের এলাকায়। বাংলাদেশে গত পাঁচই অগাস্টের গণঅভ্যুথানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দলটির বড় এবং মধ্যম সারির অনেক নেতা পালিয়ে ভারতে আসেন। তবে দলটির নেতারা বিষয়টিকে "সাময়িকভাবে আত্মগোপনে" থাকা হিসেবেই দেখেন। অন্যদিকে দলটির প্রধান শেখ হাসিনাও অবস্থান করছেন ভারতে। ফলে কার্যত ভারতে বসেই আওয়ামী লীগ নেতারা তাদের দলীয় কার্যক্রম চালাচ্ছেন।

সেজন্যই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আওয়ামী লীগের যে কর্মীরা এখনও রয়ে গেছেন, তাদের মনোবল চাঙ্গা করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন বলে জানালেন দলটির কয়েকজন নেতা।

কতজন আওয়ামী লীগ নেতা ভারতে রয়েছেন? কীভাবে তারা যোগাযোগ করছেন নিজেদের মধ্যে? এসব প্রশ্নের উত্তর আমি জানতে চেয়েছিলাম কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতার কাছে।

কে কোথায় আছেন?

আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের একটা বড় অংশ ভারতে পালিয়ে চলে আসেন। এটা এখন একটা "ওপেন সিক্রেট" অর্থাৎ সবারই জানা — অথচ কেউ তা খোলাখুলি বলেন না। দলের যুগ্ম সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিম বলছিলেন, 'এটাকে ঠিক পালিয়ে আসা বলা যায় না। কৌশলগত কারণে সাময়িকভাবে আমরা আত্মগোপন করে আছি'।

'এই অশুভ শক্তির একমাত্র লক্ষ্য তো আসলে আওয়ামী লীগ, মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী মানুষ এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আক্রমণ করে, নিঃশেষ করে দেশত্যাগ করানো,' বলছিলেন মি. নাসিম। আওয়ামী লীগের যেসব নেতারা ভারতে অবস্থান করছেন, তাদের একটা বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গে আছেন। কলকাতা এবং তার পার্শবর্তী এলাকা ছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়, কেউ দিল্লিতে, কেউ আবার ত্রিপুরায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকছেন বলে বিবিসি বাংলা জানতে পেরেছে। তবে ইউরোপ সহ অন্যান্য দেশেও আওয়ামী লীগের নেতাদের কেউ কেউ অবস্থান করছেন। এঁদের কেউ পাঁচই অগাস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পরেই চলে এসেছেন ভারতে, কেউ আবার কয়েক মাস পরে এসেছেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে বিবিসি বাংলা জানতে পেরেছে যে প্রথম সারির বা "ক্যাটেগরি ১" নেতাদের মধ্যে অন্তত ২০০ জন পশ্চিমবঙ্গে বাস করছেন। এই

শ্রেণির নেতাদের মধ্যে যেমন আছেন দল এবং সাবেক সরকারের শীর্ষ পদাধিকারী এবং মন্ত্রীরা, তেমনই আছেন প্রায় ৭০ জন সংসদ সদস্যও। বাকিদের মধ্যে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার, পুলিশের সিনিয়র কর্মকর্তা, আওয়ামী লীগের অনেক জেলা সভাপতি-সম্পাদকরা, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, মেয়র এবং আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনগুলির শীর্ষ নেতারাও।

'এঁদের বেশিরভাগই নেতা। নেত্রী এবং নারী কর্মীরা খুবই কম আছেন এখানে। আবার অধিকাংশেরই পরিবার এখানে নেই,' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন এক নেতা।

পশ্চিমবঙ্গে "ক্যাটেগরি ১" নেতা এবং সরকারি কর্মকর্তা ছাড়াও উপজেলা স্তরের সভাপতি-সম্পাদক, জুনিয়র এবং কম গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগ নেতাদের সংখ্যাটা প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি বলে জানা যাচ্ছে। ভারতের বাইরে ইউরোপ সহ বিশ্বের নানা দেশেই আওয়ামী লীগ নেতা-নেত্রীরা আছেন। **যেভাবে দেশ ছেড়ে ভারতে**-শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পরে কে কীভাবে বাংলাদেশ ছেড়েছেন, তা ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বিবিসির কাছে উল্লেখ করেছেন কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা। তবে তারা সেই যাত্রাপথ নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু বলতে চাননি। তবে ভারতীয় নিরাপত্তা এজেন্সি ও গোয়েন্দা সূত্রগুলির কাছ থেকে বিবিসি আগেই জানতে পেরেছিল যে মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত দিয়েই পাঁচই আগস্টের পরের কয়েকদিন অনেক আওয়ামী লীগ নেতা ভারতে এসেছিলেন।

পেট্রাপোল বেনাপোলের মতো দক্ষিণবঙ্গের সীমান্ত চেকপোস্টগুলি কিছুটা এড়িয়েই চলা হয়েছে, কারণ ওই সীমান্তগুলি খুবই জনপ্রিয় এবং বহু মানুষের যাতায়াত থাকে সেগুলিতে।

আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য পঙ্কজ নাথ বলছিলেন, 'আগস্টের পাঁচ তারিখের পরেই আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাই। ফোনও বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তবে আমি দেশেই ছিলাম। অক্টোবর মাসে আমি দেশ ছাড়ি। ঠিক কোন সীমান্ত দিয়ে আমি বেরিয়েছি, সেটা বলব না। কিন্তু পাহাড়, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ভীষণ কষ্টকর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে আমাকে। কয়েকটা শহর ঘুরে বর্তমান স্থানে রয়েছি আমি।' আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম অবশ্য অগাস্টের ১০ তারিখেই দেশ ছেড়েছেন, তার আগে কয়েকটা দিন তিনি দেশে আত্মগোপন করেছিলেন। তার কথায়, 'বাংলাদেশের যে কোনও জায়গা থেকে ভারতে আসতে সর্বোচ্চ কত সময় লাগতে পারে — আট, নয় ঘন্টা? আমার সময় লেগেছে দুইদিন — ১০ তারিখ রওনা হয়ে আমি সীমান্ত পেরই ১১ তারিখ। খুব গোপনে সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছই আমি। তবে সেখানে আমাকে কেউ চিনে ফেলতে পারে, এই আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় অন্য এক সীমান্তে যেতে হয়। এই ভয়ও ছিল যে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীরা তো আমাকে চেনে না — কাঁটাতারের বেড়া পেরনোর সময়ে যদি গুলি চালিয়ে দেয়!'

এভাবেই নানা সময়ে আওয়ামী লীগ নেতারা ভারতে বা অন্য কোনও দেশে "আত্মগোপন" করে রয়েছেন। 'ইতিমধ্যে আমার মাতৃবিয়োগ হয়েছে ডিসেম্বরে। সারা জীবনের আক্ষেপ থেকে গেল যে দেশে গিয়ে মায়ের মুখাগ্নি করতে পারলাম না। আত্মগোপন করে থাকা অবস্থাতেই আমাকে মায়ের শ্রাদ্ধ শান্তি করতে হলো,' বলছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য পঙ্কজ নাথ।

ভারতে কেন? ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার বোন শেখ রেহানা দিল্লিতে আছেন পাঁচই অগাস্ট থেকে। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি বিমান তাদের নিয়ে দিল্লির উপকণ্ঠে হিন্ডোন বিমানঘাঁটিতে পৌঁছিয়ে দেয়। শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে সব সময়েই একটা অভিযোগ উঠে এসেছে তার সঙ্গে ভারতের বিশেষ সখ্য ছিল। তাই তিনি দেশত্যাগের পরে যে প্রথমে ভারতেই আসবেন, এটা কিছুটা স্বাভাবিক। তবে অন্য কোনও দেশে যে তিনি যাবেন না, দিল্লিতেই থেকে যাবেন আপাতত, এটা অনেকেই আন্দাজ করেননি হয়তো। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম বলছিলেন, 'নেত্রী নিরুপায় হয়ে ভারতে আসতে বাধ্য হয়েছেন। একটা চক্রান্তকারী, অশুভ শক্তি তাকে ভারতে যেতে বাধ্য করে। আবার ভারতই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী এবং বন্ধু রাষ্ট্র। খুব কম সময়ে আমাদের দেশ থেকে এখানে এসে বসবাস করা যায়।

'তবে এই তো প্রথমবার নয়, সেই মুক্তিযুদ্ধের সময়েও তো লাখ লাখ মানুষ আমাদের দেশ থেকে ভারতে চলে এসেছিলেন উদ্বাস্তু হয়ে। দীর্ঘদিন তাদের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা সব কিছুরই ব্যবস্থা করেছিল এই দেশ। তাই রাজনৈতিক কারণে দেশ ছাড়তে হলে ভারত স্বাভাবিক ভাবেই প্রথম পছন্দ — সেটা যে কোনও দলের জন্য প্রযোজ্য,' বলছিলেন মি. নাসিম। যেভাবে নেতা-কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ ভারত এবং অন্যান্য দেশে যে সব আওয়ামী লীগ নেতারা আত্মগোপন করে আছেন, তাদের মূল যোগাযোগের মাধ্যম এখন হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রামের মতো নানা ডিজিটাল মাধ্যম। তবে যারা কলকাতা বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় আছেন, নিয়মিতই তাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় — একে অন্যের বাসায় যান। আর সারা বিশ্বে এবং বাংলাদেশে কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ হয় মূলত ডিজিটাল মাধ্যমে, জানাচ্ছেন আত্মগোপনে থাকা একাধিক নেতা। বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী হাছান মাহমুদ বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছিলেন, 'আজকের ডিজিটাল যুগে কে কোথায় থাকল, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। ডিজিটাল যোগাযোগ এতটাই উন্নত হয়ে গেছে যে একই সঙ্গে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা মানুষের সঙ্গে কথা বলা যায়।' তিনি বেলজিয়ামে বসবাস করছেন বলে জানা গেলেও বাংলাদেশ থেকে তিনি সেদেশে কীভাবে গেলেন, তা জানা যায়নি। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, 'শুধু তো আমাদের দলীয় নেতা-কর্মী নন, এমন বহু মানুষ --- যারা মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী, প্রগতিশীল ভাবনায় বিশ্বাসী তাদেরকেও তো মিথ্যা মামলা দিয়ে ফাঁসানো হচ্ছে। আমাদের নেতাদের কথা তো ছেড়েই দিন, কত যে মিথ্যা মামলা দিয়েছে আমাদের নামে, এখন আর তার খোঁজও রাখি না আমরা। দলের কর্মীরা যারা দেশে আছেন, তাদের তো আওয়ামী লীগ পরিচয় দেওয়ারও অধিকার কেড়ে নিয়েছে এই অবৈধ, অসাংবিধানিক সরকার!'

আত্মগোপনে থাকা নেতাদের সঙ্গে কথা বলে বিবিসি বাংলা জানতে পেরেছে যে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রামে অনেক গ্রুপ তৈরি হয়েছে নানা স্তরে যোগাযোগ রক্ষার জন্য। উপজেলা, জেলা ভিত্তিক এবং জাতীয় স্তরে, সহযোগী সংগঠনগুলোর নানা স্তরে যেমন গ্রুপ আছে, তেমনই আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক-বিহীন এরকম নামেও গ্রুপ রয়েছে। সেখানে বাংলাদেশের নেতা-কর্মীরা যেমন পোস্ট করছেন, তেমনই নানা নির্দেশ যাচ্ছে "আত্মগোপনে" থাকা নেতৃত্বের তরফ থেকে।

ওইসব গ্রুপগুলিতে নিয়মিত "ভয়েস চ্যাট"ও হয়, মতামত বিনিময় করেন নেতা-কর্মীরা। সম্প্রতি যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ, সেসব কেমন ভাবে চলছে বাংলাদেশের নানা এলাকায়, সেই সব ছবি— ভিডিও ওই গ্রুপগুলোতে নিয়মিত শেয়ার করা হচ্ছে বলে জানতে পেরেছে বিবিসি বাংলা। আবার কোন এলাকায় কোন আওয়ামী লীগ নেতার ওপরে হামলা হলো বা কাকে গ্রেফতার করল পুলিশ, সেই সব তথ্যও গ্রুপগুলিতে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন আত্মগোপনকারী কয়েকজন নেতা। আত্মগোপনকারী সাবেক সংসদ সদস্য পঙ্কজ নাথ বলছিলেন,'হতে পারে আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড আছি, ডিজিটাল মাধ্যমেই কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বাধ্য হচ্ছি, কর্মসূচি ঘোষণা করতে হচ্ছে ফেসবুকে। কিন্তু এই ফেসবুকে কর্মসূচি ঘোষণা করাতেই তো অবৈধ সরকারের পা কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে দেখি!' শেখ হাসিনার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ? আওয়ামী লীগের যে কয়েকজন নেতার সঙ্গে বিবিসি বাংলা কথা বলতে পেরেছে, তারা সকলেই বলেছেন যে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। তবে তাদের মধ্যে কারও সঙ্গে শেখ হাসিনার দেখা হয়েছে কী না, তা জানা যায়নি। আত্মগোপনকারী নেতারা বিবিসিকে বলেছেন যে তিনি নিয়মিতই নেতা থেকে শুরু করে বাংলাদেশে সাধারণ কর্মীদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখেন।

একজন নেতা বলছিলেন শেখ হাসিনাকে অ্যাপের মাধ্যমে মেসেজ করে রাখলে তিনি তার সময়-মতো উত্তর দেন। আবার নানা সময়ে তাকে ফেসবুক লাইভে আসতেও দেখা গেছে। বিভিন্ন হোয়াটস্যাপ গ্রুপেও তিনি যোগ দিয়ে নানা নির্দেশ দেন বা বক্তব্য তুলে ধরেন।

তবে এখনও পর্যন্ত শেখ হাসিনা যত ভাষণ দিয়েছেন, তার সবই অডিওতে। পাঁচই অগাস্টের পর থেকে তার ভিডিও এখনও দেখা যায়নি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সংসদে প্রশ্নোত্তর : আরও এলাকাকে সবুজ আচ্ছাদনের আওতায় আনার লক্ষ্যে পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৫:জাতীয় বননীতি (এনএফপি) ১৯৮৮-তে জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে যে, দেশের মোট ভৌগোলিক এলাকার জমির ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ বন বা বৃক্ষ আচ্ছাদিত হাতে হবে এবং পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে মোট দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা বনভূমি অর্থাৎ বন বা বৃক্ষ আচ্ছাদিত থাকবে।

ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এফ. এস. আই), দেরাদুন কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ ইন্ডিয়া স্টেট অফ ফরেস্ট রিপোর্ট (আই এস এফ আর)-২০২৩ অনুসারে, দেশে বৃক্ষ এবং বনাঞ্চল আচ্ছাদিত মোট এলাকা হলো হল ৮, ২৭,৩৫৬.৯৫ বর্গ কিলোমিটার যা দেশের মোট ভৌগোলিক এলাকার ২৫.১৫ৄ। পূর্ববর্তী ইন্ডিয়া স্টেট অফ ফরেস্ট রিপোর্ট, ২০২১ -এর মূল্যায়নের সাপেক্ষে ২০২৩ এর রিপোর্ট অনুযায়ী বৃক্ষ ও বনাঞ্চল আচ্ছাদিত এলাকার পরিমান বেড়েছে ১৪৪৫.৮১ বর্গ কিলোমিটার।

আইএসএফআর ২০২৩ অনুযায়ী, ভারতে গাছ ও বনাঞ্চল আচ্ছাদিত ভূমির রাজ্য-ভিত্তিক বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

(বর্গ কিমি)

রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	ভৌগলিক এলাকা	বনাঞ্চল	বৃক্ষ আচ্ছাদন	বৃক্ষ আচ্ছাদন সহ মোট বনাঞ্চল
অন্ধ্র প্রদেশ	১,৬২,৯২২.৫৭	৩০,০৮৪.৯৬	৫,৩৪০.০২	৩৫,৪২৪.৯৮
অরুনাচল প্রদেশ	৮৩,৭৪৩.২২	৬৫,৮৮১.৫৭	১২০১.৬৩	৬৭,০৮৩.২০
আসাম	৭৮,৪৩৮.০০	২৮,৩১৩.৫৫	২১০১.৪৬	৩০,৪১৫.০১
বিহার	৯৪,১৬৩.০০	৭৫৩২.৪৫	২৩৭০.২১	৩০,৪১৫.০১
ছত্তিশগড়	১,৩৫,১৯২.০০	৫৫,৮১১.৭৫	৬৫৩৮.৭০	৬২৩৫০.৪৫
দিল্লি	১৪৮৩.০০	১৯৫.২৮	১৭৬.০৩	৩৭১.৩১
গোয়া	৩,৭০২.০০	২,২৬৫.৭২	২৫৭.৮২	২,৫২৩.৫৪
গুজরাট	১,৯৬,২৪৪.০০	১৫,০১৬.৬৪	৬৬৩২.২৯	২১,৬৪৮.৯৩
হরিয়ানা	৪৪২১২.০০	১৬১৪.২৬	১৬৯৩.০২	৩৩০৭.২৮
হিমাচল প্রদেশ	৫৫,৬৭৩.০০	১৫৫৮০.৩৫	৮৫৫.০৭	১৬৪৬৫.৪২
ঝারখন্ড	৭৯৭১৬.০০	২৩৭৬৫.৭৮	৩৬৩৭.৫৫	২৭৪০৩.৩৩
কর্ণাটক	১৯১,৭৯১	৩৯,২৫৪.২৭	৭,৭৭৯.১৫	৪৭,০৩৩.৪২
কেরালা	৩৮,৮৫২.০০	২২,০৫৯.৩৬	২৯০৫.৯৪	২৪,৯৬৫.৩০
মধ্যপ্রদেশ	৩০৮২৫০.১১	৭৭০৭৩.৪৪	৮৬৫০.১৪	৮৫৭২৩.৫৮
মহারাষ্ট্র	৩,০৭,৭১৩.০০	৫০,৮৫৮.৫৩	১৪,৫২৪.৮৮	৬৫,৩৮৩.৪১
মণিপুর	২২,৩২৭.০০	১৬,৫৮৫.৪৬	২০৯.৮২	১৬,৭৯৫.২৮
মেঘালয়	২২,৪২৯.০০	১৬,৯৬৬.৮৪	৭২০.৫৬	১৭,৬৮৭.৪০
মিজোরাম	২১,০৮১.০০	১৭,৯৯০.৪৬	৫৬৭.৮০	১৮,৫৫৮.২৬
নাগাল্যান্ড	১৬,৫৭৯.০০	১২,২২২.৪৭	৩৯৪.০২	১২,৬১৬.৪৯
ওড়িশা	১,৫৫,৭০৭.০০	৫২,৪৩৩.৫৬	৬,১৬৩.৪৫	৫৮,৫৯৭.০১
পাঞ্জাব	৫০,৩৬২.০০	১,৮৪৬.০৯	১,৪৭৫.১৫	৩,৩২১.২৪
রাজস্থান	৩,৪২,২৩৮.৯৯	১৬,৫৪৮.২১	১০,৮৪১.১২	২৭,৩৮৯.৩৩
সিকিম	৭,০৯৬.০০	৩,৩৫৮.৪০	৪৮.৩৩	৩,৪০৬.৭৩
তামিল নাডু	১,৩০,০৬০.০০	২৬,৪৫০.২২	৫,৩৭০.৭২	৩১,৮২০.৯৪
তেলাঙ্গানা	১,১২,১২২.৪৪	২১,১৭৯.০৪	৩,৫১৭.৬৬	২৪,৬৯৬.৭০
ত্রিপুরা	১০৪৬৮.০০	৭৫৮৪.৭৭	২৪৭.৫৬	৭৮৩২.৩৩
উত্তর প্রদেশ	২,৪,৯২৭.৫৬	১৫,০৪৫.৮০	৮,৯৫০.৯২	২৩,৯৯৬.৭২
উত্তরাখন্ড	৫৩,৪৮৩.৩৬	২৪,৩০৩.৮৩	১২৩১.১৪	২৫,৫৩৪.৯৭
পশ্চিমবঙ্গ	৮৮,৭৫২.০০	১৬,৮৩২.৩৩	২,৯৩৮.১২	১৯,৭৭০.৪৫
আন্দামান ও নিকোবর	৮,২৪৯.০০	৬,৭৩২.৯২	২৬.৯৭	৬,৭৫৯.৮৯
চন্ডীগড়	১১৪.০০	২৫.০০	২১.১৮	৪৬.১৮
দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন দিও	৬০২.০০	২২৫.৬২	৩৬.৮৩	২৬২.৪৫
জম্মু ও কাশ্মীর	২,২২,২৩৬.০০	২১,৩৪৬.৩৯	৩,৬৬৬.৯৭	২৫,০১৩.৩৬
লাদাখ		২,২৮৫.৯২	৮৯৩.০২	৩,১৭৮.৯৪
লাক্ষাদ্বীপ	২৯.৬৩	২৭.০৬	০.২০	২৭.২৬
পুডুচেরি	৪৯০.০০	৪৪.৩১	২৮.৮৯	৭৩.২০
মোটঃ	৩২,৮৭,৪৬৮.৮৮	৭,১৫,৩৪২.৬১	১,১২,০১৪.৩৪	৮,২৭,৩৫৬.৯৫

বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মূলত রাজ্য সরকারের। সরকার জাতীয় ও রাজ্য পর্যায়ে পর্যাপ্ত আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো প্রণয়ন করেছে, যা দেশের বনভূমির সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে। বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রধান কেন্দ্রীয় স্তরের নীতি ও আইনগুলির মধ্যে রয়েছে জাতীয় বন নীতি, ১৯৮৮, ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭, বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, ১৯৭২, বন (সংরক্ষণ এবং সংবর্ধন) অধিনিয়ম ১৯৮০ এবং জৈব বৈচিত্র্য আইন, ২০০২ ইত্যাদি।

দেশে সবুজ আচ্ছাদনের জন্য এলাকা আরো সম্প্রসারের জন্য সরকার সরকার বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করে চলেছে। এরমধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল মিশন ফর এ গ্রিন ইন্ডিয়া (জিআইএম), বন্যপ্রাণী আবাসস্থলগুলির সমন্বিত উন্নয়ন, ক্ষতিপূরণমূলক বনায়ন তহবিল পরিচালনা ও পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (সিএএমপিএ), নগর বন যোজনা (এনভিওয়াই) এবং ম্যানগ্রোভ ইনিশিয়েটিভ ফর শোরলাইন হ্যাবিট্যাট অ্যান্ড ট্যাঞ্জিবল ইনকাম (এমআইএসএইচটিআই)-এর মতো আরো প্রকল্প। এই প্রকল্পগুলির সহায়তায় মূলত বনভূমির অভ্যন্তরে ও বাইরে বনায়ন, বনভূমি পুনরুদ্ধার, প্রাকৃতিক ভূমির উন্নতি, মাটি ও জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং সুরক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশগত অবস্থার পুনরুদ্ধারের কাজ করা হচ্ছে।

সারা দেশে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০২৪ সালের ৫ই জুন প্রধানমন্ত্রী বৃক্ষরোপণ অভিযানেই উদ্দেশ্যে 'এক পেড় মা কে নাম'-কর্মসূচির সূচনা করেন।

বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী কীর্তি বর্ধন সিং।

বিকশিত ভারত@২০৪৭ — এর লক্ষ্যে : অর্থনীতির শক্তিশালীকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব ও আইন' শীর্ষক কনক্লেভের আয়োজন নীতি আয়োগের

নয়াদিল্লি, ০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ নতুন দিল্লির সুষমা স্বরাজ ভবনে ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে 'বিকশিত ভারত@২০৪৭ — এর লক্ষ্যে : অর্থনীতির শক্তিশালীকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব ও আইন' শীর্ষক কনক্লেভের আয়োজন করেছিল নীতি আয়োগ। এতে নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান, নীতি আয়োগের সদস্যবৃন্দ, নীতি আয়োগের সিইও, ভারত সরকারের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা, প্রতিরক্ষা সচিব প্রমুখ অংশ নেন। এই কনক্লেভে আগামী দু'দশকে ভারতের উন্নয়ন যাত্রা নিয়ে আলোচনা হয়।

২০৪৭ সালের মধ্যে আর্থিক অগ্রগতি ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা নিয়ে মূলত আলোচনা হয়। এতে অংশ নেন নীতি-নির্ধারক, শিক্ষাবিদ ও শিল্প মহলের প্রতিনিধিরা। এই পর্বে নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কারের গুরুত্ব, উদ্ভাবন, পরিকাঠামোর বিস্তার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের কৌশলগত ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। গবেষণা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সরবরাহ-শৃঙ্খলের সুসংহতকরণের কথা তুলে ধরেন বিভিন্ন বক্তা। ভারতের জনসংখ্যাগত সুবিধার কথা উল্লেখ করে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে লগ্নির বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাহসী সংস্কার, ধারাবাহিক বিদ্যুৎ নীতি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের নেতৃত্বের ভূমিকা পালন নিয়ে সহমত প্রকাশ করেন বক্তারা। অন্য একটি পর্বে উন্নয়নের জন্য কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে ভারতের নেতৃত্বদান এবং বিরল ধাতু সম্পদে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া, বাণিজ্যের উদারীকরণ, শুল্ক হ্রাস এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা নিয়ে মতবিনিময় করেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়াও, আলোচনায় উঠে আসে ডিজিটাল গণ পরিকাঠামো, আইনি সংস্কার সহ অন্যান্য বিষয়।

মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে অসঙ্গতি রয়েছে : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে অসঙ্গতি রয়েছে। দাবি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শুক্রবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'আমরা নির্বাচন (মহারাষ্ট্র) সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশ্যে আনছি। আমরা বিস্তারিত অধ্যয়ন করেছি, ভোটার এবং ভোটার তালিকা নিয়ে আমাদের দল কাজ করেছে এবং আমরা অনেক অনিয়ম খুঁজে পেয়েছি।'

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয় রাউত এবং এনসিপি-এসসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে এদিন দিল্লিতে একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। রাহুল এদিন বলেছেন, '২০১৯ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে ৫ বছরে - ৩২ লক্ষ ভোটার যুক্ত হয়েছিল। যাইহোক, ২০২৪ সালের লোকসভার মধ্যে ৫ মাসের মধ্যে এই দলগুলি (কংগ্রেস, এনসিপি-এসসিপি, শিবসেনা (ইউবিটি)) জিতেছিল এবং বিধানসভা নির্বাচনে - ৩৯ লক্ষ ভোটার যুক্ত হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, এই ৩৯ লক্ষ ভোটার কারা? যা হিমাচল প্রদেশের মোট ভোটারের সমান। দ্বিতীয় বিষয় হল, মহারাষ্ট্রে সমগ্র ভোটার জনসংখ্যার চেয়ে বেশি ভোটার কেন? একরকম, হঠাৎ করেই মহারাষ্ট্রে ভোটার তৈরি হয়েছে।'

রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'আমরা নির্বাচন কমিশনকে বলে আসছি, আমরা অসঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছি। আমাদের ভোটার তালিকা দরকার - মহারাষ্ট্রের ভোটারদের নাম ও ঠিকানা। আমাদের লোকসভা নির্বাচনের ভোটার তালিকা দরকার। আমাদের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটার তালিকা দরকার। আমরা বুঝতে চাই, এই নতুন অতিরিক্ত ভোটার কারা। অনেক, অনেক, অনেক ভোটার মুছে ফেলা হয়েছে। এক বুথে থাকা ভোটারদের অন্য বুথে স্থানান্তর করা হয়েছে।'

নির্বাচন কমিশনকে ন্যায্য হতে হবে, দাবি সুপ্রিয়া সুলের

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন এনসিপি-এসসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে। শুক্রবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুপ্রিয়া সুলে বলেছেন, আমাদের একটাই দাবি নির্বাচন কমিশনকে ন্যায্য হতে হবে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয় রাউত এবং এনসিপি-এসসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে এদিন দিল্লিতে একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে সুপ্রিয়া সুলে বলেছেন, 'আমরা চাই, আমাদের প্রার্থীরা যে সমস্ত আসনে জিতেছেন সেই সব আসনে ব্যালট পেপারে পুনঃনির্বাচন হোক। ১১টি আসন এমন রয়েছে, যেখানে দলীয় প্রতীক নিয়ে বিভ্রান্তির কারণে আমরা নির্বাচনে হেরেছি। এমনকি ক্ষমতাসীন দলও এটা মেনে নিয়েছে। আমরা "তুতারি" থেকে প্রতীক পরিবর্তনের জন্য অনেক অনুরোধ করেছি - কিন্তু অনুরোধ গ্রহণ করা হয়নি... আমরা শুধু নির্বাচন কমিশনকে ন্যায্য হওয়ার দাবি জানাচ্ছি।'

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫-২৬: বস্ত্র শিল্পের জন্য বিশাল উৎসাহব্যঞ্জক

প্রায় ১৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ভারতীয় পোশাক ও বস্ত্র শিল্প দেশের মোট জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ এবং উৎপাদন শিল্পের প্রায় ১১ শতাংশ ভূমিকা রাখে। বস্ত্র শিল্প দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম বৃহত্তম উৎস যা ৪৫ মিলিয়নেরও বেশি টেক্সটাইল শ্রমিককে সরাসরি নিয়োগ প্রদান করেছে। ভারত বস্ত্র ও পোশাকের ষষ্ঠ বৃহত্তম রফতানিকারক দেশ এবং এই বিভাগে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৪ শতাংশ ভাগিদারি রয়েছে। ভারতের মোট পণ্যদ্রব্য রফতানিতে হস্তশিল্প সহ বস্ত্র ও পোশাকের (টিএ) অংশ বর্তমানে প্রায় ৮ শতাংশ। "মেক ইন ইন্ডিয়া", "স্কিল ইন্ডিয়া", নারী ক্ষমতায়ন এবং গ্রামীণ যুবকদের কর্মসংস্থানের মতো সরকারের প্রধান প্রধান উদ্যোগগুলির সঙ্গে এই ক্ষেত্রটি নিখুঁত সমন্বয় গড়ে তুলেছে।

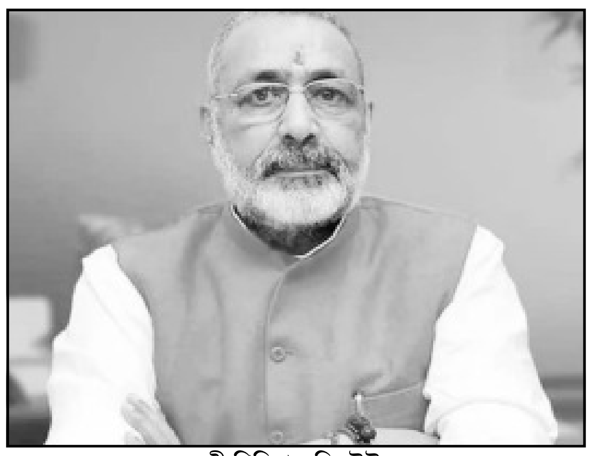

শ্রী গিরিরাজ সিং উউ
কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী

বাজেটে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে বস্ত্র মন্ত্রকের জন্য ৫,২৭২ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এটি ২০২৪-২৫ সালের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমানের (৪৪১৭.০৩ কোটি টাকা) তুলনায় প্রায় ১৯ শতাংশ বেশি এবং সাম্প্রতিক বছরগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ। বস্ত্রের জন্য উৎপাদন সংযুক্ত বিনিয়োগ প্রকল্পের বাজেট ২০২৪-২৫ সালে ৪৫ কোটি টাকা (বিই) থেকে বাড়িয়ে এ বছর ১১৪৮ কোটি টাকা করা হয়েছে। ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে এবং পাঁচ বছরের সময়কালে ১০,৬৮৩ কোটি টাকার অনুমোদিত আর্থিক ব্যয় সহ রফতানি বাড়ানোর জন্য প্রোডাকশন-লিঙ্কড ইনসেন্টিভ (পিএলআই) স্কিম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি ম্যানমেড ফাইবার (এমএমএফ), এমএমএফ পোশাক এবং প্রযুক্তিগত বস্ত্র বিভাগের মতো সূর্যোদয় ক্ষেত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে এই খাতগুলি বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে পারে।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫-২৬ এ "মিশন ফর কটন প্রোডাক্টিভিটি" ঘোষণা করা হয়েছে। এই পাঁচ বছরের মিশনটি তুলা চাষের উৎপাদনশীলতা এবং স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করতে সহায়তা করবে এবং অতিরিক্ত হিসেবে প্রধান তুলার জাতগুলি সম্পর্কে প্রচার করবে। কৃষি ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং বস্ত্র মন্ত্রক যৌথভাবে এই মিশন রূপায়ণ করবে।

বস্ত্র মন্ত্রকের জাতীয় কারিগরি বস্ত্র মিশনের মধ্যে রয়েছে ১) গবেষণা, উদ্ভাবন ও উন্নয়ন, (২) প্রচার ও বাজার উন্নয়ন (৩) শিক্ষা ও দক্ষতা এবং ৪) কারিগরি বস্ত্র ক্ষেত্রে রপ্তানির প্রসার। বাজেটে সম্পূর্ণ অব্যাহতিপ্রাপ্ত টেক্সটাইল যন্ত্রপাতির তালিকায় আরও দুই ধরনের শাটল-লেস তাঁত যুক্ত করা হয়েছে। টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহারের জন্য শাটল লেস লুম রেপিয়ার লুম (প্রতি মিনিটে ৬৫০ মিটারের নিচে) এবং শাটল লেস লুম এয়ার জেট লুমস (প্রতি মিনিটে ১০০০ মিটারের নিচে) শুল্ক বিদ্যমান ৭.৫ৄ থেকে শূন্য করা হয়েছে।

নয়টি ট্যারিফ লাইনের আওতাভুক্ত বোনা কাপড়ের উপর মৌলিক কাস্টম শুল্কের হার '১০ৄ বা ২০ৄ' থেকে '২০ৄ বা ১১৫ টাকা প্রতি কেজি, যেটি বেশি'তে উন্নীত করার ঘোষণা বোনা কাপড়ের কম দামের আমদানির প্রবাহ রোধ করে দেশীয় টেক্সটাইল শিল্পকে শক্তিশালী করবে। এই পদক্ষেপটি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাপড়ের ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে, সক্ষমতার ব্যবহারকে বাড়িয়ে তুলবে এবং স্থানীয় উৎপাদনে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে।

অর্থনীতিতে রূপান্তরমুখী সংস্কারের ক্ষেত্রে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রগুলিকে এই বাজেটে অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি টেক্সটাইল সেক্টরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, যেহেতু ভারতের টেক্সটাইল এবং পোশাক উৎপাদন ক্ষমতার বেশিরভাগই এমএসএমই দ্বারা হচ্ছে, যা এই খাতের ৮০ শতাংশেরও বেশি। গ্যারান্টি কভার সহ ঋণের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা সহ এমএসএমইগুলির জন্য শ্রেণিবদ্ধকরণের মানদণ্ডে সংশোধনের মতো বিধানগুলি তাদের উচ্চতর দক্ষতা, প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং মূলধনের আরও ভাল সুবিধা অর্জনে সহায়তা করবে। সংশোধিত শ্রেণিবিন্যাসের সাথে, এখন আরও ইউনিট এমএসএমই-র আওতায় আসবে। উপরোক্ত উদ্দেশ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এবং ভারতীয় টেক্সটাইল শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য, ১১টি প্রধান টেক্সটাইল শিল্প সংস্থা দ্বারা আয়োজিত এবং বস্ত্র মন্ত্রকের সহায়তায় ভারত টেক্স ২০২৫ নামে একটি মেগা ইভেন্টের আয়োজন করা হচ্ছে। ভারত টেক্স ২০২৫ এর মাত্রা এবং সুযোগ উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ইভেন্ট হবে। কারণ এটি কাঁচামাল থেকে শুরু করে তৈরি পণ্যকে একই ছাদের নীচে নিয়ে আসবে এবং গোটা টেক্সটাইল শিল্পকে মূল্য শৃঙ্খলে নিয়ে আসবে। স্থিতিস্থাপক আন্তর্জাতিক মূল্য শৃঙ্খল এবং বস্ত্র শিল্পের স্থায়িত্বের দ্বৈত থিমকে ঘিরে নির্মিত এই ইভেন্টটি সুস্থায়ী, উদ্ভাবনী ভাবনার এবং বৈশ্বিক সহযোগিতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আয়োজন করা হবে। মূল অনুষ্ঠানটি ১৪-১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হবে এবং কাঁচামাল থেকে পণ্য তৈরি করা পর্যন্ত বস্ত্র শিল্পের পুরো মূল্য শৃঙ্খলকে যুক্ত করবে। আনুষাঙ্গিক পোশাক যন্ত্রপাতি, রং এবং রাসায়নিক ও হস্তশিল্পের মতো সম্পর্কিত প্রদর্শনীগুলি ১২ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত ইন্ডিয়া এক্সপো সেন্টার এবং মার্ট গ্রেটার নয়ডায় অনুষ্ঠিত হবে। কাঁচামালের মূল্য শৃঙ্খলে ভারতকে আত্মনির্ভর করে তোলা, আরও বিনিয়োগ আকর্ষণ করা, দেশীয় বাজারের আকার ও রফতানি বৃদ্ধি করা এবং বৃহত্তর আকারের জীবিকার সুযোগ নিশ্চিত করার সম্ভাবনা বজায় রাখতে ও বৃদ্ধি করার জন্য এই প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করা দরকার।

ADMIT CARDé-সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২৫ সালের মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক, মাদ্রাসা আলিম মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস এবং মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজি পরীক্ষার্থীদের Admit Card এবং Attendance - Cum Roll Sheet (শুধুমাত্র Venue School-গুলির জন্য) আগামী ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অফিস থেকে দেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট সকল বিদ্যালয়প্রধান, Center Secretary / Superintendent এবং Venue Supervisor - দের নিজে বা তাঁদের অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে নিজ নিজ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের Admit Card এবং Attendance - Cum Roll Sheet (শুধুমাত্র Venue School-গুলির জন্য) পর্ষদ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ICA/D-1819/25

(ড. দুলাল দে)
সচিব, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER,
CITY CENTRE COMPLEX, AGARTALA,
PHONE: 0381-2325646, 2325507
E-mail: amc-tripura@nic.in, amc.tripura@gmail.com
F1(27)/Manpower/e-Gov/AMC/2015/ shadow-3/ 9722-26 Date: 7/2/2025

Corrigendum

Tender ID: 2025_SAMC_57938 _1
DNIT No: 02/e-Gov/AMC/2025-2026

It is to notify that Tender vide no. 2025_SAMC 57938_1 dated: 06/02/2025, Invited for the "Supply of Manpower to Operate Online Computerized Applications & Other IT-Related Jobs Under AMC, the following amendment is hereby made

1. Revised Performance Security Deposit
Clarification of the Performance Security Deposit on point no. 26 of DNIT is hereby revised to Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakh Only) instead of the previously mentioned amount.
2. Clarification on EPF & FSIC
Clarification of "Financial Proposal" page no. 08, point no. 14 1, it is to clarify that the agency shall be responsible to pay Rs. 15,000/-per Manpower per month in hand (exclusive of employee contribution of EPF & ESIC). The bidder shall quote only their service charge/premium and employer contribution of EPF & ESIC

All other terms and conditions of the DNIT remain unchanged.

(Dr. Shailesh Kr. Yadav, IAS)
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

PNIT No. 27/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2024-25

The Executive Engineer, Kamalpur Division, PWD(R&B), Kamalpur, Dhalai District, Tripuraon behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

1. Name of work: Periodical renewal of road from K-A road to K-A road via Salema Block Tilla from Ch. 0.00 km to Ch. 0.90 km during the year 2024-25/SH:- Re- carpeting, Surface drain, toe wall etc. (Length considered 0.90 km).
Estimated Cost: 51,13,379.16
Bid Fee: Rs.4,000.00
Last date & time for online Bidding: 18/02/2025
up to 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/3668/25

(Er. S.Deb Sarkar)
Executive Engineer
Kamalpur Division, PWD(R&B) Kamalpur, Dhalai District, Tripura.

Expression of Interest

The Transport Department, Government of Tripura, invites applications from certified Manufacturers / OEMs who are empanelled by the Ministry of Road Transport and Highways (MORTH), Govt. of India for sale, installation and maintenance of AIS-140 certified Vehicle Location Tracking (VLT) devices with emergency systems for public service vehicles. This EOI is called in accordance with the Central Motor Vehicle Rules and Guidelines issued by the Ministry of Road Transport and Highways (MORTH).

The SOP documents can be directly procured from the office of the Joint Transport Commissioner, Paribahan Bhawan, Agartala or of downloaded Government from Tripura https://transport.tripura.gov.in and www.tripura.gov.in Websites: The last date of receipt of hard copy of application is 20th February, 2025 (20/02/2025).
ICA/C/3676/25

Joint transport Commissioner
Transport Department Government of Tripura

PNIe-T No- 19/EE/KCP/ 2024-25, Dated, the, 01.02.2025

The Executive Engineer, PWD (R&B), Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, invites tender from the eligible bidders up to 15:00 hours on 22nd February' 2025
for 01(One) Nos. work against DNIe-T No.- 73/CE/ PWD(R&B)/ACE(P&DU)/ 2024-25,
Dated, 01.02.2024 and circulated vide Memo No F.8(11)/EE/KCP/2023-2024/ 7588-7656,
dated 01.02.2025. For details visit https://tripuratenders.gov.in for contact at Mobile No-9436468935 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at
the website only.
ICA/C/3682/05

Executive Engineer
Kanchanpur Division, PWD (R&B) Kanchanpur, North Tripura.

PNIe-T NO:- 50/EE-1/ 2024-25, Dated 04/02/ 2025

The Executive Engineer, Division No-1, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 18-02-2025 for 01 (One) No. Improvement / Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C/3687/25

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B), AGARTALA, WEST TRIPURA

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-28 / EE/RDUD/G/2024-25 DATED-05/02 /2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 12/02/2025 for the following work-
1. Construction of Conference hall with installation of furniture and fixtures at Circuit house. Udaipur, Gomati District.(SOR 2023)
For details visit website h t t p s : / / tripuratenders.gov.in and contact
ICA/C/3690/25

Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District,Tripura.

কাজের সন্ধান

পরীক্ষা ছাড়াই ভারতীয় রেলে চাকরির লক্ষ্যে এপ্রেন্টিস নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১০,০০০টি হলেও পূর্ব মধ্য রেলওয়ের জন্য ১,১৫৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ের জন্য হেড কোর্য়াটার, দানাপুর, ধানবাদ, দীনলয়াল, সোনপুর, সমস্টিপুর, ডিভিশন বা ওয়ার্কশপে যে-কোনও একটি ডিভিশনের ঠিকানায় দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১০,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০১-২০২৫-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - আরআরসি/ ইসিআর/ এইচআরডি/ অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিস/ ২০২৪-২৫, তারিখ ২৫ জানুয়ারি, ২০২৫। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে দানাপুর ডিভিশনে ৬৭৫টি। এর মধ্যে ২৯৪টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৯৭টি তফশিলি জাতি, ৪৪টি তফশিলি উপজাতি, ১৭৮টি ওবিসি এবং ৬২টি ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। ধানবাদ ডিভিশনে ১৫৬টি। এর মধ্যে ৭৭টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ২১টি তফশিলি জাতি, ৯টি তফশিলি উপজাতি, ৩৭টি ওবিসি এবং ১২টি ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ডিভিশনে ৬৪টি। এর মধ্যে ২৭টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১০টি তফশিলি জাতি, ৪টি তফশিলি উপজাতি, ১৭টি ওবিসি এবং ৬টি ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। শোনপুর ডিভিশনে ৪৭টি। এর মধ্যে ৩০টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৪টি তফশিলি জাতি, ১টি তফশিলি উপজাতি, ১০টি ওবিসি এবং ২টি ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। সমস্টিপুর ডিভিশনে ৪৬টি। এর মধ্যে ১৯টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৭টি তফশিলি জাতি, ৩টি তফশিলি উপজাতি, ১৪টি ওবিসি এবং ৩টি ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ডিপো-তে ২৯টি। এর মধ্যে ১৫টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৩টি তফশিলি জাতি, ২টি তফশিলি উপজাতি, ৭টি ওবিসি এবং ২টি ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। হারনট ওয়ার্কশপে ১১০টি। এর মধ্যে ৪৮টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১৬টি তফশিলি জাতি, ৮টি তফশিলি উপজাতি, ৯টি ওবিসি এবং ২৯টি ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। সমস্টিপুর ওয়ার্কশপে ২৭টি। এর মধ্যে ১৪টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৩টি তফশিলি জাতি, ২টি তফশিলি উপজাতি, ৬টি ওবিসি এবং ২টি ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। অন্যান্য ডিভিশন ও ওয়ার্কশপে শূন্যপদের সংখ্যা বিস্তারিত দেখতে হবে এঁদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে। প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ৬ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৬ জানুয়ারি। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * জল বিদ্যুৎ নিগমে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কোল ফিল্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **সিভিল সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদ ঃ ৯৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৫ মে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদ ঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৮ মে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২০টি, যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* এনটিপিসি-তে **ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সিকিউটিভ ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি, সরাসরি সাক্ষাৎকার, ইন্টারভিউ ও পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* রেল মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। আসন সংখ্যা ঃ ১১৫৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান অয়েলে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। আসন সংখ্যা ঃ ৩৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের অধীনে **ফিশারি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৩টি, টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের অধীনে **সুপার স্পেশালিস্ট মেডিক্যাল অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬টি, টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট মেডিক্যাল এডুকেশন নিয়ে ডিগ্রি পাশ, অভিজ্ঞতাও থাকা চাই, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি, এপিআই দ্বারা বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টেনোগ্রাফার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এক্সিকিউটিভ, এমটিএস, জুনিয়র ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এম.কমপাশ, বয়স ঃ ২২-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কোস্ট গার্ডে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফায়ারম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যকিম থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (জল বিদ্যুৎ নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কোল ফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৮০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিভিল সার্ভিস (ইউপিএসসি)**
শূন্যপদ ঃ ৯৭৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য)
বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৫ মে।

* পদের নাম ঃ **ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস** (ইউপিএসসি)
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য)
বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৮ মে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ১২০টি,
যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (এনটিপিসি),**
শূন্যপদ ঃ ৪৭৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি,
সরাসরি সাক্ষাৎকার, ইন্টারভিউ ও পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেলওয়ে),**
আসন সংখ্যা ঃ ১১৫৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (আই.ও.সি.এল),**
আসন সংখ্যা ঃ ৩৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২৩৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ফিশারি অফিসার (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৫৩টি,
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সুপার স্পেশালিস্ট মেডিক্যাল অফিসার (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১৬টি,
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট মেডিক্যাল এডুকেশন নিয়ে ডিগ্রি পাশ,
অভিজ্ঞতাও থাকা চাই,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি,
এপিআই দ্বারা বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টেনোগ্রাফার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ, এমটিএস, জুনিয়র ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৬৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এম.কম পাশ,
বয়স ঃ ২২-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফায়ারম্যান (কোস্ট গার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যকিম থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

আই.ও.সি.এল-এ চাকরির লক্ষ্যে ৩৮২ এপ্রেন্টিস নিয়োগ, অনলাইনে আবেদন

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড বা আই.ও.সি.এল-এ এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

মহারত্ন, মিনিরত্ন ইত্যাদি কর্পোরেট সেক্টরগুলোতে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড বা আই.ও.সি.এল-এ বিশেষ করে সারা দেশ জুড়ে, দেশের প্রায় সব কয়টি রাজ্যে টেকনিক্যাল এবং নন্-টেকনিক্যাল ট্রেডে এপ্রেন্টিস হিসেবে ৩৮২ জনকে বাছাইয়ের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। আগেও এধরনের নিয়োগ হয়েছে। নিয়োগের সময় শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। আইওসিএল-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-০১-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। সরকারি নিয়মানুসারে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি তাঁদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন রাজ্য ও ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'আই.ও.সি.এল'-এর ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। সারা দেশের সবকটি ডিভিশনের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য বিশেষ করে ত্রিপুরা সহ ১৩টি রাজ্যে ও রিফাইনারি ডিভিশনের জন্য সাধারন প্রার্থী এবং ক্যাটেগরি ভিত্তিক নির্দিষ্ট আসন রয়েছে, সংরক্ষিত হিসেবে। এভাবেই রাজ্যওয়ারি বা ডিভিশন ভিত্তিক বিস্তারিত বিভাজন ও বিন্যাস দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে রাজ্যভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন আইওসিএল-এর ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আইওসিএল/ এমকেটিজি/ ই. আর/ এপিপিআর/ ২০২৪-২৫, তারিখ ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। নিয়োগের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৭০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ২০-৩০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। সময় দুই ঘন্টা। আবেদনকারী প্রার্থীরা নিয়মিত এঁদের ওয়েবসাইটে নজর রাখতে বলা হয়েছে। মেধাভিত্তিক প্রার্থিবাছাই পদ্ধতি তথা লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ফিশারি অফিসার, টি.এফ.এফ.এস নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের ফিশারিস দপ্তরের অধীনে ফিশারি অফিসার হিসেবে ৫৩টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হচ্ছে। এককথায়, ত্রিপুরা সরকারের অধীনে ফিশারি অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৩টি, টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিশারিস সায়েন্স নিয়ে ডিগ্রি পাশ, পিআরটিসি বাধ্যতামূলক। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর — টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ফিশারি অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ০৩/২০২৫। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবশ্যক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকলে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখের মধ্যে কেবলমাত্র 'অনলাইনে' দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ৩৫০ টাকা এবং তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী / শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা।

এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ফর্ম ফিলাপের কৌশল, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাসও পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। দুই ধাপের এই টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। এছাড়া অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা দরখাস্তের বয়ান, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

শূণ্যপদগুলো হল —

আইটেম নং - ০১ ঃ ফিশারি অফিসার ঃ শূন্যপদ ৫৩টি। এর মধ্যে ২৭টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি উপযুক্ত যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এই ২৭টি পদের মধ্যে আবার ১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ৮টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী এবং ১৮টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি মোট ৫৩টি পদের মধ্যে ২টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। সামগ্রিক ৫৩টি পদের মধ্যে ১৮টি পদ মহিলার জন্য সংরক্ষিত। যার মধ্যে ৯টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৬টি তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থী এবং ৩টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, পদগুলো গ্রেড-ওয়ান, গ্রুপ-বি, গ্যাজেটেড এবং রাজ্য সরকারের ফিশারিস দপ্তরের অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - আইসিএআর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিশারিস সায়েন্স অর্থাৎ বি.এফ.এসসি পাশ হতে হবে। ত্রিপুরার একোয়া ক্লাইমেটিক কন্ডিশন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা চাই। বাংলা অথবা ককবরক ভাষা জ্ঞানও থাকতে হবে। কম্পিউটার এপ্লিকেশনে নলেজ থাকতে হবে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড অনুযায়ী, ১০,২৩০ - ৩৪,৮০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা। অর্থাৎ ত্রিপুরা স্টেট পে ম্যাট্রিক্স ২০১৮ অনুসারে, পে লেভেল ১৩ অনুযায়ী। বয়স ঃ ১৫-০২-২০২৫ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ৪০ বছর। তফশিলি জাতি/ উপজাতিভুক্ত প্রার্থী/ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থী অথবা সরকারি চাকুরিরতদের জন্য ৫ বছরের যথারীতি ছাড় রয়েছে। পদের বিন্যাস, বিভাজন, সংরক্ষণ, যোগ্যতা, বয়সের ছাড়, বেতনক্রম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। উল্লেখ্য, সংরক্ষণ ও বয়সের শিথিলতা শুধুমাত্র ত্রিপুরায় বসবাসকারী তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীদের জন্যই প্রযোজ্য। অন্যান্য রাজ্যের তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীরা সাধারণ প্রার্থী হিসাবে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থিবাছাই হবে প্রথমে ১৮০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং পরে ২০ নম্বরের ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার ভিত্তিতে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলেই ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হবেন। সামগ্রিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট অনুযায়ী নিয়োগ হবে। ১৮০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ২টো পার্ট। পার্ট-ওয়ান-এ ৩০টি প্রশ্ন, পার্ট-টু-তে ১৫০টি প্রশ্ন। মোট সময় ৩ ঘন্টা। লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে অথবা অনলাইনে এদেঁর ওয়েবসাইটে, ইমেলে বা কল লেটারে জানানো হবে। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন যথারীতি নিয়ম মেনে।

নীতি আয়োগের সহযোগিতায় দক্ষতা উন্নয়ন ও শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের (এম. এস. ডি. ই) উদ্যোগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহদানের লক্ষ্যে 'স্বাবলম্বিনী' শিল্পোদ্যোগ কর্মসূচির সূচনা

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৫: নীতি আয়োগের সহযোগিতায় দক্ষতা উন্নয়ন ও শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রক (এম. এস. ডি. ই) উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহদানের লক্ষ্যে অসম, মেঘালয় ও মিজোরামের জন্য 'স্বাবলম্বিনী' নামে এক মহিলা শিল্পোদ্যোগ কর্মসূচি চালু করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নির্বাচিত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠরত (এইচইআই) ছাত্রীরা যাতে উদ্যোগমূলক যাত্রায় সফল হাতে পারেন, এজন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগমূলক মানসিকতা অর্জনের জন্য সহায়-সম্পদ এবং পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করা হবে।

এই প্রথমবারের মতো, দক্ষতা উন্নয়ন ও শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রক (এম. এস. ডি. ই) নীতি আয়োগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এন্টারপ্রেনারশিপ (আইআইই)-এর মাধ্যমে একটি কাঠামোগত পর্যায়ভিত্তিক উদ্যোগমূলক প্রক্রিয়া প্রণয়ন করেছে- যার মাধ্যমে সচেতনতা তৈরী করা থেকে শুরু করে উন্নয়ন, পরামর্শদান এবং তহবিল সহায়তা পর্যন্ত। যাঁরা সফলভাবে তাঁদের উদ্যোগ গড়ে তুলবেন, তাঁদের স্বীকৃতি ও পুরস্কার দেওয়া হবে, যার ফলে তাঁদের সাফল্যের কথাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করা যায়। এই উদ্যোগটি ভারতে মহিলাদের নেতৃত্বে শিল্প-বাণিজ্য উদ্যোগসমূহকে আমরা কীভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করবো ও উচ্চে তুলে ধরবো তার একটি স্পষ্ট প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবে।

দল্লীতে আজ এই প্রকল্প উদ্বোধন করেন দক্ষতা উন্নয়ন ও শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী। ভারচুয়াল অনুষ্ঠানে সামিল হয় ৯ টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। মন্ত্রকের সচিব শ্রী অতুল কুমার তিওয়ারি এবং মন্ত্রকের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এই প্রকল্পটি রূপায়িত হচ্ছে যেসমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এর মধ্যে রয়েছে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য বিশ্ববিদ্যালয় (এনইএইচইউ), কিয়াং নাংবা সরকারি কলেজ, রি-ভৈ কলেজ, মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি চাম্পাই কলেজ, লুংলেই সরকারি কলেজ, হন্দিকৈ কলেজ এবং দিশপুর কলেজ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, এই রূপান্তরকামী পদক্ষেপ নিয়ে মন্ত্রী শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী বলেন, স্বাবলম্বিনী মহিলা উদ্যোগ কর্মসূচি হল তরুণী মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং ভবিষ্যতের নেতা হিসাবে ক্ষমতায়ন, তাঁদেরকে সক্ষম করে তোলা এবং উন্নীত করার লক্ষ্যে এক অঙ্গীকার। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ একটি অঞ্চলের প্রতি মনোনিবেশ করে প্রতিভাদের পরিপোষণ ও পৃষ্ঠপোষকতা করে যাওয়া এবং তাদের ধারণাগুলিকে দীর্ঘস্থায়ী ব্যবসায় পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

তিনি বলেন, স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা এবং মহিলা উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্মের মতো মূল কর্মসূচিগুলির মাধ্যমে আমাদের সরকার ধারাবাহিকভাবে মহিলাদের নেতৃত্বে উদ্যোক্তা তৈরী করার সাফল্য এনে দিয়েছে। সম্প্রতি ঘোষিত কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫ স্টার্ট-আপগুলির জন্য ১০, ০০০ কোটি টাকার তহবিল এবং স্টার্ট-আপ মুনাফার উপর কর ছাড়ের মেয়াদ আরও পাঁচ বছরের জন্য বাড়ানো সহ তহবিল বৃদ্ধি এবং নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে এই দায়বদ্ধতাকে আরও জোরদার করেছে। লক্ষ্য প্রণীতসহায়তা, পরামর্শদান এবং তহবিল প্রদানের মাধ্যমে, স্বাবলম্বিনী মহিলা-নেতৃত্বাধীন উদ্যোক্তার দিকে আমাদের যাত্রাযপথে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে, যা ভারতের রূপান্তরের অভিযাত্রার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তা সচেতনতা কর্মসূচির (ইএপি) মাধ্যমে কাঠামোগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, যেখানে দুই দিনের কর্মশালার মাধ্যমে উদ্যোক্তা হবার জন্য মৌলিক ধারণা এবং সুযোগগুলি নিয়ে আলোচনা হবে। এই অধিবেশনে ৬০০ জন ছাত্রীকে নেওয়া হবে এবং কার্যকরী কর্মজীবনের বিকল্প হিসাবে উদ্যোক্তা বা শিল্প-বাণিজ্যপতি হবার জন্য মৌলিক ধারণা ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে।

নির্বাচিত ৩০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য গৃহীত হয়েছে মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি (ই ডি পি) যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা, আর্থিক লগ্নি-সহায়তার সুযোগ সুবিধা, বাজারের সংযোগ, সম্মতি ও আইনি সহায়তা, ব্যবসায়িক পরিষেবা এবং সংযোগের সুযোগের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক দিকগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে ৪০ ঘন্টার নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর পরে অংশগ্রহণকারীদের তাদের ধারণাগুলি সুস্থায়ী সম্ভাবনায় রূপান্তর করতে সহায়তা করার জন্য ছয় মাসের পরামর্শদান মূলকএবং প্রত্যক্ষ হাতে ধরে সহায়তার কর্মসূচি থাকবে। জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০ ইতিমধ্যেই দক্ষতা সংহতকরণ, শিল্প সহযোগিতা এবং হাতে-কলমে অভিজ্ঞতার উপর জোর দিয়ে একটি উদ্যোক্তা-চালিত পাঠ্যক্রমের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই কাঠামোর প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে 'স্বাবলম্বিনী' প্রকল্পটি প্রবর্তন করা হয়েছে যাতে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে তরুণী মহিলারা তাঁদের ধারণাগুলিকে সফল ব্যবসায় রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা এবং আর্থিক সহায়তা পান,এবং যাতে করে এই অঞ্চলের মহিলাদের অপরিসীম উদ্যোক্তা সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করা সম্ভব হয়।

স্কিল ইন্ডিয়া কর্মসূচিকে অব্যাহত ও পুনর্গঠনের জন্য ৮,৮০০ কোটি টাকার বরাদ্দ সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারী : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে কেন্দ্রীয় প্রকল্প ''স্কিল ইন্ডিয়া কর্মসূচি '(এসআইপি) ২০২৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে ও পুনর্গঠনের জন্য, ২০২২-২৩ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালের জন্য ৮,৮০০ কোটি টাকার বরাদ্দ সহ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এই অনুমোদন সারা দেশে চাহিদা-চালিত, প্রযুক্তি-সক্ষম এবং শিল্প-সমন্বিত প্রশিক্ষণকে সংহত করে একটি দক্ষ, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার জন্য সরকারের অঙ্গীকারকে তুলে ধরছে। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ৪ (পিএমকেভিওয়াই ৪), প্রধানমন্ত্রী ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রোমোশন স্কিম (পিএম-এনএপিএস) এবং জন শিক্ষা সংস্থান (জেএসএস) প্রকল্প - এই তিনটি মূল উপাদান এখন 'স্কিল ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম'-এর সমন্বিত কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র প্রকল্পের আওতায় সংযুক্ত করা হয়েছে। এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য হল কাঠামোগত দক্ষতা বিকাশ, কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা, যাতে প্রান্তিক অংশের মানুষজন সহ সহ শহুরে ও গ্রামীণ উভয় জনগোষ্ঠীর তরুণ-তরুণীদের সামনে উচ্চমানের বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ থাকে। দক্ষতা উন্নয়ন ও শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের তিনটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের আওতায় আজ পর্যন্ত ২ কোটি ২৭ লক্ষেরও বেশি সুবিধাভোগী রয়েছেন।

অর্থের বিনিময়ে দলবদলের প্রস্তাব ! কেজরির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে নির্দেশ সাক্সেনার

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দলীয় প্রার্থীদের টাকার বিনিময়ে দলবদলের প্রস্তাব দিচ্ছে বিজেপি। এমনই অভিযোগ করেছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। যদিও আম আদমি পার্টির সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি। মানহানি করেছেন কেজরিওয়াল, অভিযোগ বিজেপি শিবিরের। এরই সঙ্গে টাকার বিনিময়ে দলবদলের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে দিল্লির লেফেন্যান্ট গভর্নরের দ্বারস্থ হয় বিজেপি নেতৃত্ব। গেরুয়া শিবিরের দাবি মেনে গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন লেফেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনা। এই ইস্যুতে ভোট গণনার আগে সরগরম দিল্লির রাজনীতি।

এএপি প্রার্থী অবধ ওঝা বলেছেন, '১০-১৫ জন বিধায়ক বলেছেন (তাঁদের কাছে বিজেপির প্রস্তাব এসেছে)।' এএপি বিধায়ক জার্নাইল সিং বলেছেন, 'বিজেপি এএপি বিধায়ক এবং প্রার্থীদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে। আমরা অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আশ্বস্ত করেছি, আমাদের কেউই নত করতে পারবে না। আমরা শক্তিশালীভাবে নির্বাচনে লড়াই করেছি এবং আগামীকাল এএপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে।' এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেছেন, 'তাঁরা নাটক তৈরি করতে চায়। আমরা অভিযোগ করতে চাই; আমরা ব্যবস্থা চাই। এসিবিকে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি অভিযোগ জানাতে এসিবির অফিসে যাচ্ছি।'

উস্তিতে 'খুন' তৃণমূল নেতার কাকা, কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উস্তিতে স্থানীয় তৃণমূল নেতার কাকাকে খুনের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। জমি জায়গা ও পারিবারিক বিবাদ সংক্রান্ত ঘটনার জেরে এই খুন বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম বুদ্ধদেব হালদার। বয়স ৫৩ বছর। তিনি উস্তির শ্রীচন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। বুদ্ধদেব সম্পর্কে তৃণমূল নেতা অসিত হালদারের কাকা ও শ্রীচন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুমনা হালদারের খুড়শ্বশুর হন।

বৃহস্পতিবার রাতে বাগাড়িয়া বাজারে নিজের অফিসে বসে চা খাচ্ছিলেন বুদ্ধদেববাবু। অভিযোগ সেই সময় মোটরবাইকে চেপে দুই দুষ্কৃতী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলি লাগে বুদ্ধদেবের বুকে। শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় অফিসের বাইরে পড়ে আছেন বুদ্ধদেব।

তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় শিরাকোল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে বুদ্ধদেববাবুকে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তাঁর।

মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য উদ্যোগ, বিশেষ বাস পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষা উপলক্ষ্যে পরিবহণ দফতর বিশেষ বাস পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম পরীক্ষার দিন গুলিতে দু''টো শিফটে বেশি পরিমাণ বাস পরিষেবা দেওয়ার জন্য সমস্ত ডিপো ম্যানেজারকে নির্দেশ দিয়েছে। সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ১০টা এবং দুপুর দুটো থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত এই বিশেষ বাস পরিষেবা দিতে বলা হয়েছে নির্দেশিকায়।

বাসের সামনে 'পরীক্ষা স্পেশাল' লেখা বোর্ড লাগানো এবং সাধারণ ভাড়া অনুসারে ভাড়া নেওয়া হবে বলে ওই নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে, পরীক্ষার দিনগুলিতে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাও অতিরিক্ত বাস চালাবে। এর পাশাপাশি বাসের যাতায়াত বাড়ানো হবে। পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাও পরীক্ষার দিনগুলিতে অতিরিক্ত বাস পরিষেবা দেবে।

নিউটাউনে ঝোপের মধ্যে মিলল যুবতীর অর্ধনগ্ন দেহ

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ঝোপের মধ্যে যুবতীর অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল নিউটাউনে। খবর পেয়েই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। প্রাথমিকভাবে অনুমান, ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে তরুণীকে। কিন্তু নেপথ্যে কে? জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিউটাউনের লোহার ব্রিজ সংলগ্ন ঝোপে প্রাতঃকৃত্য সারতে শুক্রবার সকালে কয়েকজন যান। তাঁরাই দেখতে পান, কিছু একটা পড়ে রয়েছে। কাছে যেতেই ভয়ংকর দৃশ্য। দেখেন, এক তরুণীর অর্ধনগ্ন দেহ পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে ওই তরুণীকে। ওই ঝোপেই ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে? নাকি অন্যত্র খুনের পর দেহ ফেলা হয়েছে ওই জঙ্গলে? জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতার পরিচয় জানার চেষ্টাও করছেন তদন্তকারীরা।

এআই সম্মেলনে সহ-সভাপতিত্ব করবে ভারত, মোদীর ফ্রান্স সফরে বড় ঘোষণা প্রত্যাশিত

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি প্যারিসে ফ্রান্সের সঙ্গে এআই শীর্ষ সম্মেলনের সহ-সভাপতিত্ব করবেন। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং চিনের উপ প্রধানমন্ত্রী-সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেবেন। ফরাসি কোম্পানিগুলির শীর্ষস্থানীয় সিইওদের সঙ্গেও আলোচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মহাকাশ, ইঞ্জিন এবং সাবমেরিনের ক্ষেত্রে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে সফল আলোচনা চলছে। বেসামরিক পারমাণবিক শক্তি এবং চুল্লি নিয়েও অগ্রিম আলোচনা চলছে; সফরের সময় সুনির্দিষ্ট ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ ফ্রান্সের মার্সেই শহরেও নতুন কনস্যুলেট খুলবে ভারত।

রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রর ট্রাস্টি কামেশ্বর চৌপালের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রবীণ বিজেপি নেতা এবং রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের ট্রাস্টি কামেশ্বর চৌপালের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানান, প্রবীণ বিজেপি নেতা এবং রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের ট্রাস্টি কামেশ্বর চৌপালের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তিনি একজন একনিষ্ঠ রাম ভক্ত ছিলেন। তিনি অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণে মূল্যবান অবদান রেখেছিলেন। সমাজের বঞ্চিত সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য তাঁর কাজের জন্য দলিত পটভূমি থেকে আসা কামেশ্বর জিকে সর্বদা স্মরণ করা হবে। তাঁর পরিবার পরিজনদের আমার সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি!

অনেক সময় বুথ ফেরত সমীক্ষা সঠিক হয় না, দিল্লির ফল নিয়ে মন্তব্য অখিলেশের

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে আম আদমি পার্টি (এএপি)-র জয় নিয়ে আশাবাদী সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। বুথ ফেরত সমীক্ষা প্রসঙ্গে অখিলেশ যাদব বলেছেন, অনেক সময় বুথ ফেরত সমীক্ষা সঠিক হয় না। অখিলেশ যাদব শুক্রবার বলেছেন, 'অনেক সময় এক্সিট পোল ঠিক হয় না। আগামীকাল ফলাফল ঘোষণা হবে, কে (দিল্লিতে) সরকার গঠন করতে চলেছে, সে সম্পর্কে সমস্ত সত্য বেরিয়ে আসবে। মিল্কিপুর উপনির্বাচন সম্পর্কে, আমি বিজেপি শাসিত রাজ্যে গণতন্ত্র কীভাবে চলছে তা দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।'

আমেরিকা থেকে ভারতীয় নাগরিকদের নির্বাসন প্রসঙ্গে অখিলেশ যাদব বলেছেন, 'বিজেপি বলত, আমরা বিশ্বের একটি স্তরে পৌঁছেছি - আমরা এখন বিশ্বগুরু হয়ে উঠছি; আমাদের অর্থনীতি তৃতীয় নম্বরে পৌঁছতে চলেছে। কিন্তু কীভাবে ভারতীয় নাগরিকদের আনা হচ্ছে? অন্য দেশের রাষ্ট্রপতি বলেছেন, তারা সামরিক বিমানে নির্বাসিত লোকদের গ্রহণ করবে না, আমেরিকাকে তা মেনে নিতে হবে। ভারত কি তাহলে দুর্বল?'

৬ মাসের জন্য ছিটকে গেলেন মার্তিনেস

ম্যানচেস্টার, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): চলতি মরসুমে আর মাঠে দেখা যাবে না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার তারকা মার্তিনেসকে।

ক্রুসিয়েট লিগামেন্টে চোট পেয়েছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এই আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার। প্রিমিয়ার লিগে গত রবিবার ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে চোট পান মার্তিনেস।

জনরোষের হাত থেকে রেহাই পেল না বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির বাসভবন

ঢাকা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জনরোষের হাত থেকে রেহাই পেল না বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বাসভবনও। বৃহস্পতিবার রাতে কিশোরগঞ্জে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির বাড়িতে ভাঙচুর করে আগুন ধরানো হয়।

শুধু তাই নয়, গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আওয়ামি লিগের কার্যালয়ও। স্থানীয় সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, সেখানে একাধিক আওয়ামি লিগ নেতার বাড়িতেও হামলা চালানো হয়েছে।

বুধবার রাত থেকে ফের উত্তপ্ত বাংলাদেশ। বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হয়েছে ঢাকার ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়ি। ঢাকার ৩২ নম্বর ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত যে বাড়িটি ছিল তা ভাঙচুর করে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

রটারডাম ওপেনে আলকারাজ কোয়াটার ফাইনালে উঠেছেন

রটারডাম, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): স্প্যানিশ টেনিস তারকা কার্লোস আলকারাজ বৃহস্পতিবার ইতালীয় বাছাইপর্বের আন্দ্রেয়া ভাভাসোরির বিপক্ষে সোজা সেটে জয়ের মাধ্যমে রটারড্যাম ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে

উঠেছেন।

শীর্ষ বাছাই আলকারাজের কাছে বিশ্বের ৩১৭তম স্থান অধিকারী ভাভাসোরিকে মাত্র এক ঘন্টারও বেশি সময়ে ৬-২, ৬-১ ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন।

' আমার মনে হয় আমি সবকিছু বেশ ভালোভাবেই করেছি। আমি আশাবাদী যে আমি এগিয়ে যেতে পারব এবং পরের রাউন্ডে আরও ভালো হতে পারব,' ম্যাচের পর স্প্যানিয়ার্ড বলেছেন।

উস্থিতে জমি সংক্রান্ত বিবাদকে ঘিরে চলল গুলি, প্রাণ হারালেন একজন

উস্থি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্থিতে জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে চলল গুলি। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উস্থি থানার অন্তর্গত বাগাড়িয়ায়। গুলিতে মৃত্যু হয়েছে বুদ্ধদেব হালদার নামে এক ব্যক্তির, তিনি উস্থি থানার শ্রীচন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের চক দেবী ঘোষ এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে বাগাড়িয়াতে দুষ্কৃতীরা বুদ্ধদেব হালদারকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। প্রথমে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে পরে তাকে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকরা বুদ্ধদেবকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই খুনের পিছনে কি কারণ রয়েছে, কারা খুন করল বুদ্ধদেবকে সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখছে উস্থি থানার পুলিশ। এদিকে, খুনের ঘটনায় নিহতের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ঘটনার তদন্তে নেমে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। জমি ও মাটির কারবার নিয়ে ব্যবসায়িক বিবাদের জেরে বুদ্ধদেবকে গুলি করা হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের।

সঞ্জয়ের ফাঁসি চেয়ে রাজ্যের আর্জি খারিজ, মান্যতা পেল সিবিআই-এর আবেদন

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আর জি কর মামলায় নিম্ন আদালতে দোষীসাব্যস্ত সঞ্জয় রায়ের ফাঁসি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু, শুক্রবার রাজ্য সরকারের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট। মান্যতা পেল সিবিআই-এর আবেদন, সিবিআই-এর আবেদনকেই গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছে কলকাতা হাইকোর্ট।

আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় দোষীসাব্যস্ত সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির সাজা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিল রাজ্য সরকার। তাদের এই মামলা আদৌ গ্রহণযোগ্য কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সেই মামলার শুনানি হয়েছে হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে। শুক্রবার রাজ্য সরকারের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

৫ বছরের এই প্রথম, রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্ত নিল আরবিআই

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অবশেষে রেপো রেট বদল করল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। শুক্রবার রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমানোর কথা ঘোষণা করেছেন আরবিআই-এর গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্র। ফলে রেপো রেট ৬.৫ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়াল ৬.২৫ শতাংশ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (আরবিআই) ৬ সদস্যের মুদ্রা নীতি কমিটি (এমপিসি) সর্বসম্মতিক্রমে রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রেপো রেটের হারেই আরবিআই অন্যান্য ব্যাঙ্ককে ঋণ দেয়। তা ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৬.৫ শতাংশ থেকে ৬.২৫ শতাংশ করেছে আরবিআই। বিগত দুই বছর ধরে রেপো রেট অপরিবর্তিত ছিল এবং ৫-বছর পর রেপো রেট কমালো আরবিআই।

আরবিআই-এর গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্র শুক্রবার বলেছেন, স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি (এসডিএফ) রেট থাকবে ৬.০ শতাংশ এবং মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি রেট ও ব্যাঙ্ক রেট থাকবে ৬.৫ শতাংশ।' সঞ্জয় মালহোত্র আরও বলেছেন, আরবিআই অনুমান করেছে, আগামী বছরের জন্য প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধি প্রায় ৬.৭ শতাংশ হবে।

উল্লেখ্য, গত দু'বছর রেপো রেট অপরিবর্তিত রেখেছিল আরবিআই। ২০২০ সালের মে মাসে শেষ বার সুদের হার হ্রাস করেছি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। অর্থাৎ প্রায় পাঁচ বছর পর সুদের হার কমাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। যে সুদের হারে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি ব্যাঙ্ককে আরবিআই ঋণ দিয়ে থাকে তাকেই বলে রেপো রেট। এটি কমলে এর সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বহিরাগত বেঞ্চমার্ক ঋণে সুদের হার কমে যায়। বলা বাহুল্য, এর জেরে স্বস্তি পাবেন ব্যাঙ্ক ঋণ নেওয়া আমজনতা। কমবে তাঁদের মাসিক কিস্তির অঙ্ক।

দিল্লিতে ১৬টি আসনেও জিতবে না এএপি, কটাক্ষ গিরিরাজ সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে ১৬টি আসনেও জিততে পারবে না আম আদমি পার্টি (এএপি)। শুক্রবার কটাক্ষের সুরে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। শনিবার দিল্লিতে দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা, তার আগে শুক্রবার সংসদ ভবনে চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং বলেছেন, দিল্লিতে এএপি ১৬টি আসনেও জিততে পারবে না।'

নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের মন্তব্যেরও সমালোচনা করেছেন গিরিরাজ সিং। তাঁর কথায়, 'এটা তাঁদের পরাজয়ের পরিণতি। অখিলেশ যাদব হোক, অরবিন্দ কেজরিওয়াল অথবা রাহুল গান্ধী, তাঁরা সবাই হেরেছে।'

প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে ফের আগুন-আতঙ্ক ! সেক্টর ১৮-তে ছড়ালো চাঞ্চল্য

প্রয়াগরাজ, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে ফের আগুন-আতঙ্ক! শুক্রবার আগুন লাগে মহাকুম্ভ মেলা ক্ষেত্রে সেক্টর ১৮-তে শঙ্করাচার্য মার্গে। যদিও, খুব দ্রুততার সঙ্গে আগুন আয়ত্তে আনে দমকল। এসপি (শহর) সর্বেশ কুমার মিশ্র বলেছেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সিএফও প্রমোদ শর্মা বলেছেন, 'আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। আগুন ইস্কন থেকে শুরু হয়েছিল এবং তারপরে অন্যান্য তাঁবুতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে কোনও প্রাণহানি অথবা আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। ২০-২২টি তাঁবু পুড়ে গিয়েছে।'

ব্যাঙ্কিং ও পেমেন্ট সিস্টেমে নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য আরবিআই পদক্ষেপ নিচ্ছে : সঞ্জয় মালহোত্র

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ব্যাঙ্কিং ও পেমেন্ট সিস্টেমে ডিজিটাল নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। জানালেন আরবিআই-এর গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্র। আরবিআই আর্থিক জালিয়াতি মোকাবিলা করার জন্য ".ত্নখদ্রদ্ধদ্র" ডোমেন ঘোষণা করেছে, ডিজিটাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রসারিত করতে এই উদ্যোগ।

আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্র বলেছেন, 'ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক "স্থঁদ://ত্নখদ্রদ্ধদ্র"ইন্টারনেট ডোমেইন বাস্তবায়ন করবে। এই ডোমেইন নামের রেজিস্ট্রেশন চলতি বছরের এপ্রিল থেকে শুরু হবে। এটি ব্যাঙ্কিং জালিয়াতি এড়াতে সাহায্য করবে। এটি সম্পূর্ণ আর্থিক ক্ষেত্রে জন্য "স্থঁদ:/দ্রদ্ধদ্র" ডোমেন দ্বারা অনুসরণ করা হবে।

মৎস্যজীবীদের মুক্তি চেয়ে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ বিরোধীদের, স্থায়ী সমাধান চাইলেন কানিমোঝি

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শ্রীলঙ্কায় আটকে থাকা মৎস্যজীবীদের মুক্তি চেয়ে শুক্রবার সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন ডিএমকে-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা। শ্রীলঙ্কা নৌবাহিনীর হাতে পাকড়াও ভারতীয় মৎস্যজীবীদের ফিরিয়ে আনার দাবিতে শুক্রবার বিরোধী সাংসদরা সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি এই বিষয়ে স্থায়ী সমাধানের দাবি করেছেন।

দুই তৃণমূল বিধায়ককে শপথ জটিলতার প্রসঙ্গ তুলে ফের রাজ্যপালের আইনি চিঠি

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বরানগর ও ভগবানগোলার দুই তৃণমূল বিধায়ককে শপথ জটিলতার প্রসঙ্গ তুলে ফের তাঁদের আইনি চিঠি পাঠালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবন থেকে এই সংক্রান্ত চিঠি দেওয়া হয়েছে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রেয়াত হোসেন সর্দারকে।

বিধানসভার স্পিকার তাঁদের শপথ পড়ালেও তা 'বেআইনি' বলে অভিযোগ তুলে আদালতে আগে মামলা করেছিলেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। পরে অবশ্য সায়ন্তিকা, রেয়াত --- দুজনেই বিধানসভার কার্যক্রমে যোগদান করেন।

২০২৪ সালে বরানগর ও ভগবানগোলা উপনির্বাচনে জয়ী দুই তৃণমূল বিধায়কের শপথগ্রহণ নিয়ে কম টানাপোড়েন হয়নি। বিধানসভার তরফে নিয়ম মেনে রাজ্যপালকে বিধানসভায় গিয়ে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেনকে শপথবাক্য পাঠ করানোর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাতে রাজি ছিলেন না সিভি আনন্দ বোস। তিনি জানিয়েছিলেন, সায়ন্তিকা-রেয়াত যেন রাজভবনে গিয়ে শপথ গ্রহণ করেন। তাতে আবার নারাজ ছিলেন নবনির্বাচিত বিধায়করা। শেষমেশ অবশ্য জটিলতা কাটিয়ে জুলাই মাসে বাদল অধিবেশনের সময় বিধানসভায় সায়ন্তিকা-রেয়াতকে শপথ পড়ান স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যের বাজেট অধিবেশন শুরু। প্রথামাফিক এবারও রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে তা শুরু হবে। সেই মর্মে রাজ্যপালকে আমন্ত্রণও জানানো হয়েছে। তবে বিধানসভায় অধিবেশন শুরুর ঠিক আগে পুরনো বিবাদ উসকে দিলেন রাজ্যপাল!

সুদীপ

● প্রথম পাতার পর

বর্মন। আমেরিকা ফেরত ভারতীয়দের হাতে হাতকড়া এবং পায়ে শিকল বেঁধে দেশের পাঠানোর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিশ্চুপ ভূমিকার প্রতিবাদে শুক্রবার রাজধানী আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভ মিছিল থেকে এদিন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।এদিন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, বিশ্বের কলম্বিয়া এবং মেক্সিকোর মতো ছোট দেশগুলি পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চোখে চোখ রেখে এধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত রেখেছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য ভারতীয়দের উপর এভাবে নির্যাতন করা হয়েছে।তিনি আরো বলেন, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং -এর সরকারের সময় আমেরিকায় ভারতীয় এমবিসিদের অপমান করা হয়েছিল, পাল্টা পদক্ষেপ নিয়েছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। পরবর্তী সময়ে আমেরিকা ভারতের কাছে চেয়েছিল। গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে কংগ্রেস দল। দেশের এই অবমাননার বিরুদ্ধে সকল দেশবাসীকে গর্জে উঠার আহবান করেছেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

আটক এক

● প্রথম পাতার পর

থানায় খবর আসে রাধানগর হরিহরদোলা এলাকার বাসিন্দা অঞ্জন দাসের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে গতকাল গভীর রাতে মধুপুর থানার পুলিশ এবং বিএসএফ যৌথভাবে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল। অভিযানে বাড়ি থেকে একটি পিস্তল সহ তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। সাথে বাড়ির মালিক অঞ্জন দাসকে (৪৭)কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আখ্যানের গল্প উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। আখ্যানের বিকেল এর উদ্যোগে , সাহিত্য অকাদেমি, নয়াদিল্লি ও এগিয়ে চল সংঘ এর সহযোগিতায় আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি এবং ৯ ফেব্রুয়ারি গল্প উৎসব ২০২৫ আগরতলায় মেলারমাঠস্থিত এগিয়ে চল সংঘের প্রাঙ্গণে 'অরিন্দম নাথ মঞ্চ'-এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ৮ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮ টা এবং ৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০.৩০টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত চলবে অনুষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসছেন বিশিষ্ট কথাসাহিতিক অমর মিত্র।থাকবে গল্প লেখকদের স্ট্রে স্বরচিত গল্পপাঠ।আমন্ত্রিত সাংস্কৃতিক দল এবং বাচিক শিল্পীদের কণ্ঠে থাকবে বিশিষ্ট গল্পকারদের নির্বাচিত গল্প পাঠ। গল্প বিষয়ক আলোচনা এই অনুষ্ঠানের একটি আকর্ষণীয় অংশ।লেখক -পাঠক মুখোমুখি আলোচনায় থাকবেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক এবং বিদগ্ধ পাঠকগণ।এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ৯ ফেব্রুয়ারি বেলা ১২.৪৫টা থেকে ২.০০টা পর্যন্ত "বসে গল্প লেখো" প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগ থাকছে। যথা: ক- বিভাগ (বয়সসীমা ৬ থেকে ১২বৎসর),খ- বিভাগ (বয়স সীমা ১২ থেকে ১৮ বৎসর), গ -বিভাগ (১৮ বৎসরের উর্ধে)। ৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০.৩০টা থেকে ১২.৩০টা পর্যন্ত গল্পের উপর ভিত্তি করে ছবি আঁকা(ইলাস্ট্রেশন) প্রতিযোগিতায়ও থাকবে তিনটি বিভাগ।যথা: ক- বিভাগ (বয়সসীমা ৮ থেকে ১২বৎসর),খ -বিভাগ (বয়সসীমা ১২ থেকে ১৮বৎসর), গ -বিভাগ (১৮বৎসরের উর্ধে)। সময়সীমা দু"ঘণ্টা।

৯ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা শুদ্ধ বাংলা বানান প্রতিযোগিতায় থাকছে দুটি বিভাগ।ক-বিভাগ (বয়সসীমা ১২ থেকে ১৮বৎসর), খ -বিভাগ (১৮বৎসরের উর্ধে)।

"বসে গল্প লেখো" বিভাগের জন্য 'অরিন্দম (যীশু) ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার' গল্পের বিষয় অনুধাবন করে ইলাস্ট্রেশনের জন্য 'অশ্বিনী-কিরণ স্মৃতি পুরস্কার'এবং ক বিভাগে-এ ব্রজেন্দ্র-শিবেন্দু স্মৃতি পুরস্কার খ বিভাগে কমলা-মিতালি স্মৃতি পুরস্কার এর প্রতিটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে প্রদান করা হবে যথাক্রমে ৩০০০,২০০০ ও ১০০০ টাকা নগদ পুরস্কার এবং শংসাপত্র।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়গুলো সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন আখ্যানের বিকেলের সহ সাধারণ সম্পাদক ডঃ শ্যামাপদ চক্রবর্তী, সাহিত্য একাডেমির নেকল এর ডাইরেক্টর ডঃ নির্মল দাশ, এগিয়ে চল সংঘ এর সভাপতি চঞ্চল নন্দী, আখ্যানের বিকেলের পক্ষে পারিজাত দত্ত সুস্মিতা দাস এবং পুলক চক্রবর্তী।

জম্মু ও কাশ্মীরের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর

শ্রীনগর, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরের খেলোয়াড় ওমর আশরাফ এবং সুহেল আহমেদের সাথে দেখা করেছেন। ওমর আবদুল্লাহ জানান, আজ আমি জম্মু ও কাশ্মীরের খেলোয়াড় ওমর আশরাফ এবং সুহেল আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তাঁদের নিষ্ঠা এবং সাম্প্রতিক জয় সত্যিই প্রশংসনীয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে আমি তাঁদের সাফল্য উদযাপন করছি। জম্মু ও কাশ্মীরের ক্রীড়াবিদদের জন্য তাঁরা অনুপ্রেরণা। আগামীদিনের জন্য তাঁদের শুভেচ্ছা জানাই।

প্রয়াত কর্নেল লক্ষ্মণ সিং রাঠোরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি রাজস্থানের উপমুখ্যমন্ত্রীর

জয়পুর, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শুক্রবার কর্নেল রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোরের বাসভবনে পৌঁছে তাঁর বাবা প্রয়াত কর্নেল লক্ষ্মণ সিং রাঠোরের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন রাজস্থানের উপমুখ্যমন্ত্রী দিয়া কুমারী। তিনি গভীর শোকপ্রকাশ করেন। দিয়া কুমারী শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন। বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেছেন। তিনি বলেন, কর্নেল লক্ষ্মণ সিং রাঠোর সারা জীবন দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত ছিলেন, তাঁর অবদান কখনও ভোলা যাবে না।

প্রয়াত কর্নেল লক্ষ্মণ সিং রাঠোরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি রাজস্থানের রাজ্যপালের

জয়পুর, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শুক্রবার কর্নেল রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোরের বাসভবনে পৌঁছে তাঁর বাবা প্রয়াত কর্নেল লক্ষ্মণ সিং রাঠোরের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন রাজস্থানের রাজ্যপাল হরিভাউ বাগদে। তিনি গভীর শোক প্রকাশ করেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানান রাজ্যপাল। বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেছেন তিনি। বলেন, প্রয়াত কর্নেল ড. লক্ষ্মণ সিং রাঠোর ছিলেন মা ভারতীর প্রকৃত সন্তান। তাঁর সামরিক সেবা দেশের জন্য নিবেদিত ছিল।

অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্য ন্যাজাটে, বাড়ি ভাঙচুর, প্রহৃত বউদি

উত্তর ২৪ পরগনা, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ঘর থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে শুক্রবার রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়াল বসিরহাটের ন্যাজাটে। তাঁকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। বাড়িতে হামলা চালায় এলাকার বাসিন্দারা। মৃতের বউদি ও তাঁর নাবালক ছেলেকে ব্যাপক মারধর করা হয়। ঘটনার নেপথ্যে দেওর-বৌদির পরকীয়া অথবা সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আছে বলে মনে করছেন অনেকে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম বলরাম দাস (৩২)। বৃহস্পতিবার রাতে ন্যাজাট থানার হারদার পাড়া এলাকার বাড়িতে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ওই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ছড়িয়ে পড়তেই শুক্রবার সকাল থেকে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দারা এদিন ওই বাড়িতে গিয়ে হামলা চালান। মৃতের বউদি অপর্ণা দাস ও তাঁর নাবালক ছেলেকে ঘর থেকে বার করে এনে মারধর করা হয়। বাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এলাকায় গণ্ডগোলের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। দুজনকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

রওয়ানা

● প্রথম পাতার পর

জৈব চাষের মাধ্যমে ৩৭ মেঃ টন সুগন্ধি চালু, ১৩ মেঃ টন আদা, ৩১ মে. টন হলুদ , ৩৬২ মে: টন আনারস এবং ২০০০ কেজি বার্ডস আর চিল্লি রাজ্যে ও বহিঃরাজ্যে বিক্রি করা হয়েছে।শ্রীনাথ বলেন, গত ১৭ জানুয়ারী সুস এগ্রি ডেভেলপমেন্ট প্রাইভেট কোম্পানির মাধ্যমে ২০০০ কেজি ধান্না মরিচ গোমতী, দক্ষিণ ও ধালাই জেলার কৃষকের দারা উৎপাদিত ফসল বাজারযাত করা হয়েছে যার মূল্য ১১ লক্ষ টাকা। আজ ১০০০ কেজি কালিখাসা চাল গোমতী জেলা থেকে , ১০০০ কেজি হরিনারায়ণ খোয়াই জেলা থেকে এবং ১০০০ কেজি কালো চাল দক্ষিণ জেলা থেকে বাজারযাত করা হচ্ছে যার মূল্য ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।

সিআইটিইউ

● প্রথম পাতার পর

কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাজেটের অর্থ কায়দা করে বড়লোকদের স্বার্থে খরচ করার জন্য। বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য কোনো সুযোগ নেই। এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে সিআইটিইউ। এই বাজেট জনবিরোধী বাজেট। এই বাজেট পুঁজিপতিদের বড়োলোক করার একচেটিয়া বাজেট।

তেহট্টে এসআই অফিসের পিছনের জঙ্গল থেকে অজ্ঞাতপরিচয়ের দেহ উদ্ধার

নদিয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): তেহট্টে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের পচাগলা দেহ উদ্ধার। এসআই অফিসের পিছনের জঙ্গল থেকে শুক্রবার দেহটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। খুন না আত্মহত্যা, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। দেহটি কী করে ওই জায়গায় এল তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দেয় এলাকায়। যুবকের নাম পরিচয় জানা যায়নি। সম্প্রতি তেহট্ট থানায় কোনও নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়নি বলেই জানিয়েছে পুলিশ।

যুবকের পরিচয় জানতে আশেপাশের থানায় খোঁজ নিচ্ছেন তদন্তকারীরা। কী করে যুবকের যুবকের মৃত্যু হয়েছে তা ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট আসার পরই বোঝা যাবে।

কল্যাণীতে বিস্ফোরণের এলাকায় বিক্ষোভের মুখে দুই বিজেপি বিধায়ক

নদিয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনায় ক্রমশ চড়ছে উত্তেজনার পারদ। কল্যাণীর রথতলা এলাকায় বিক্ষোভের মুখে দুই বিজেপি বিধায়ক। অভিযোগ, তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা তাঁদের ঘিরে ধরে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন। পালটা এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবিতে সরব পদ্ম বিধায়করা।

শুক্রবার কল্যাণী পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের রথতলায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তাতে ৪ জনের মৃত্যু হয়। নিহতেরা হলেন বছর ষাটের বাসন্তী চৌধুরী এবং অঞ্জলি বিশ্বাস। বাকিরা হলেন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সি রুমা সোনার এবং বছর চল্লিশের দুর্গা সাহা।

এই ঘটনায় এক মহিলা জখম হন। তিনি বছর উনপঞ্চাশের উজ্জ্বলা ভুঁইয়া। তাঁর অবস্থা অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায় এবং চাকদহের বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তাতে আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। অভিযোগ, তাঁদের লক্ষ্য করে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে শুরু করেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। যদিও পুলিশ কোনওক্রমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পদ্ম বিধায়কদের নিরাপদে ওই এলাকা থেকে বের করে আনে পুলিশ। প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বিধায়ক অম্বিকা রায়। তাঁর অভিযোগ, কারখানা চত্বরে দমকল ঢোকার রাস্তা নেই। রাস্তা বেহাল। তাই এমন পরিস্থিতি হয়েছে। কেন এতদিন ধরে বাজি কারখানা চললেও, তা সকলের নজর এড়িয়ে গেল— সেই প্রশ্নও তোলেন বিজেপি বিধায়ক।

বাজেটে বাংলার প্রতি বঞ্চনা, সংসদে সরব অভিষেক

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নির্মলা সীতারমণের বাজেটে বাংলার প্রতি বঞ্চনার অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারকে ঝাঁজাল আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

লোকসভায় দাঁড়িয়ে অভিষেক দাবি করলেন, নির্মলা সীতারমণ যে বাজেট পেশ করেছেন, সেটা বাংলা বিরোধী বাজেট। সুপরিকল্পিতভাবে বাংলার উন্নয়নযোগ্যকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা।

সংসদে জোরালো ভাষণে তথ্য তুলে তুলে কেন্দ্রের বাজেটকে আক্রমণ করেছেন অভিষেক। তাঁর দাবি, পাশের রাজ্য বিহারে শুধু বিজেপি সরকারে আছে বলে বিহার বোনাঞ্জা পাচ্ছে। আর বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় নেই বলে বাংলা পাচ্ছে বঞ্চনা। সংসদে অভিষেক দাবি করলেন, দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর নামে 'হাফ ফেডারেলিজম' চলছে। কী এই হাফ ফেডারেলিজম? সেটার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন অভিষেক।

বাজেটের জবাবি ভাষণে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বললেন, "বিহারে বিজেপির ১২ জন সাংসদ আছেন। বাংলাতেও বিজেপির ১২ জন সাংসদ। কিন্তু বিহারে বিজেপি শাসক শিবিরে, তাই বিহার বোনাস পাচ্ছে আর বাংলায় যেহেতু বিজেপি বিরোধী আসনে, তাই অর্থনৈতিক বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই পাচ্ছে না। এটাই 'হাফ ফেডারেলিজম'।"

জঙ্গি সন্দেহে এগরা থেকে গ্রেফতার ২

পূর্ব মেদিনীপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দাম্পত্য অশান্তির জল গড়ায় থানায়। আর তাতেই বিপদ। জঙ্গি সন্দেহে এগরা থেকে গ্রেফতার হয়েছে ২ জন। তদন্তের স্বার্থে শুক্রবার তাদের কাঁথি মহকুমা আদালতে তুলে হেফাজতে নেওয়া হয়।

জঙ্গি সন্দেহে দুজনকে পাকড়াও করা হলেও যে মহিলা অভিযোগ দায়ের করেন তিনি বর্তমানে ফেরার। এই দুজন কী কারণে বাংলাদেশ থেকে ভুয়ো নথিপত্র-সহ বাংলায় এসেছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ধৃতরা কুরবান মণ্ডল ও ইমরান হোসেন। তারা দুজনে এগরার ১ নম্বর ব্লকের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের মির্জাপুর বাজারে থাকত। ওই এলাকার বাসিন্দা সুকুমার মান্নার বাড়ির ভাড়াটিয়া ছিল দুজনে। মাসখানেক ধরে স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে থাকত তারা।

কুরবান আর্য়ুবেদিক ওষুধ বিক্রেতা এবং ইমরান রাজমিস্ত্রির পরিচয় দিত। দিনকয়েক আগে ধৃত কুরবানের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী মুক্তা বিবির অশান্তি চরমে পৌঁছয়। মুক্তা এগরা থানার অন্তর্গত নেগুয়া ফাঁড়িতে যান। স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

সূত্রের খবর, তদন্ত করতে গিয়ে বৃহস্পতিবার চোখ কপালে ওঠে তদন্তকারীদের। তাঁরা দেখেন, ধৃত ইমরান বাংলাদেশের নাগরিক। ওই দুজনে জাল নথিপত্র তৈরি করে। নাম বদলে ইব্রাহিম হোসেন হয় সে। ভুয়ো পরিচয়পত্রে ঠিকানায় লেখা উত্তর ২৪ পরগনার কেউটসা বুরুজ গ্রামে।

তবে তা সত্ত্বেও কেন এগরায় বসবাস করত ওই দুজনে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তারা নাশকতার ছক কষেছিল অন্য কিছু, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে ওই দুই যুবকের স্ত্রী নিখোঁজ।

গ্রেফতার এক

● প্রথম পাতার পর

অধীনে সমরুরপার এলাকার এক নাবালিকাকে গতকাল কৈলাসহর পাখিরবাদা এলাকার বাসিন্দা সুবেল আলী নামে এক যুবক অপহরণ করে নিয়ে যায়। গতকাল ওই নাবালিকার পরিবার সুবেল আলীর বিরুদ্ধে কৈলাসহর মহিলা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযোগ মূলে পুলিশ মামলাটি নথিভুক্ত করে মামলাটির নম্বর হলো ২/২০২৫। পাশাপাশি অভিযুক্ত সুবেল আলীকে তার নিজঘর থেকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে গতকাল রাত্রিবেলা। অন্যদিকে সেই নাবালিকাটিকে উদ্ধার করে মহিলা থানার পুলিশ সুবেল আলীর নিজ ঘর থেকে। কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ সুবেল আলীর বিরুদ্ধে একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে। শুক্রবার দুপুর বেলা সুবেল আলীকে কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ কৈলাসহর জেলা দায়রা আদালতে সোপর্দ করে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেটা সম্ভব হয়েছে। আজ পুরো উত্তর পূর্বাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শান্তি যদি না থাকে তবে কোন ভালো কাজ ফলপ্রসূ হত না। ডাঃ সাহা বলেন, 'স্কিল-উদয় তংনাই' — এই তিনটি শব্দের মধ্যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। এজন্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

ত্রিপুরার নিজস্ব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন করা হচ্ছে। রাবারের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর সামগ্রী তৈরি হচ্ছে। কিছুদিন আগে মুম্বাই গিয়ে দেশের প্রখ্যাত শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির সঙ্গে ত্রিপুরায় বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন ত্রিপুরায় টিম পাঠানো হবে। রাবার উৎপাদনে কেরালার পরেই রয়েছে ত্রিপুরা। এসবের উপর ভিত্তি আমাদের রাজ্যে ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে। আর সবকিছুর মধ্যেই স্কিল ডেভেলপমেন্ট রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আলাদা করে এরজন্য মন্ত্রক খুলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আগরের বাণিজ্য এখন এগিয়ে যাচ্ছে। আগে এই আগর ব্যবসার উপর প্রতিবন্ধকতা ছিল। এখন সেটা মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছে। আগরকে ভিত্তি করে আগামীদিনে ১০ হাজার কোটি টাকার টার্গেট রাখা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে চা শিল্প আগে রুগ্ন হয়ে পড়েছিল। অথচ ত্রিপুরার চা গুনমানে কোন অংশে কম ছিল না। বর্তমান সরকার চা শিল্পের মানোন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এখানে টি অকশন সেন্টার খোলা হয়েছে। ধীরে ধীরে ত্রিপুরার চায়ের দাম বাড়ছে। চা উৎপাদনে ত্রিপুরা এখন পঞ্চম স্থানে রয়েছে। এই সরকার আসার পর শিল্পের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বোধজংনগর রাবার ইন্ডাস্ট্রি থেকে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী এখন বাইরেও যাচ্ছে। বাংলাদেশেও যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে এখন কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে। আর আমাদের ছাড়াও বাংলাদেশের উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। পরবর্তী সময়ে এই পরিস্থিতি শুধরে যাবে। মৈত্রী সেতু নিয়ে আমাদের অনেক আশা আকাঙ্খা রয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হবে সেটা। সবকিছু তৈরি। কিন্তু সময়ের কারণে অপেক্ষা করতে হবে। রেল লাইনে বাংলাদেশের আখাউড়ার সঙ্গে আগরতলার সংযোগ হয়ে গেছে।

এটা চালু করা গেলে আগরতলা থেকে কোলকাতা মাত্র ৭/৮ ঘণ্টা সময় লাগবে। সবদিক দিয়ে উন্নয়নের নিরিখে ত্রিপুরা এখন একটা পারফর্মার স্টেট হিসেবে গন্য হচ্ছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে জিএসডিপির ক্ষেত্রে ত্রিপুরা এখন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। মাথাপিছু আয়েও ত্রিপুরা এখন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। নর্থ ইস্ট কাউন্সিলের প্ল্যানারি সেশনও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ত্রিপুরায়। প্ল্যানারি সেশনে ৮ জন রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীগণ এসেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এসেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ত্রিপুরায় এমন বন্যা পরিস্থিতি আগে কখনো দেখা যায়নি। বগাফায় প্রায় ৬৫০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছিল। যা কোনদিন ভাবা যায় নি। সেই জায়গায় আমরা ৩/৪ দিনের মধ্যে প্রাথমিক পরিস্থিতি উত্তরণে সক্ষম হয়েছি। আমি নিজে গোটা বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করেছি। এর পাশাপাশি গোটা বিষয়টি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবগত করি। এরপরই কেন্দ্রীয় সরকার হেলিকপ্টার থেকে শুরু করে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ টিম সহ যাবতীয় আনুষাঙ্গিক সামগ্রী পাঠানোর ব্যবস্থা করে। এভাবেই বিপর্যয়কে সামাল দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই শান্তির পরিবেশের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা আরো এগিয়ে যাক। ত্রিপুরার ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেধার কোন অভাব নেই। ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন জায়গায় সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। আগামীতে টিআইটিকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যাতে সারা দেশের মানুষ ত্রিপুরাকে চিনে নেয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা মহম্মদ সাজাদ পি এবং শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। এছাড়া টিআইটির অধ্যক্ষ, ফ্যাকাল্টি মেম্বার সহ ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

মন্ত্রী সুশান্তের

● প্রথম পাতার পর

বার্তায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি লেখেন, বাংলাদেশ আজও আগুনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ন্যায়বিচার নির্বাসিত, রক্তাক্ত মানবতা।

সাথে তিনি যোগ করেন, একদিন শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "ধর্ষিতার বাবার নামের পাশে আমার নাম দিয়ে দিও; আর ঠিকানা লিখো ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়ি।" এই বাড়িটি ধ্বংস করে দিয়েছে সভ্যতা বিরোধীরা। আজ সেই বাংলাদেশে প্রতিবাদ মানেই গুলি, সত্য বলা মানেই মৃত্যুদণ্ড!

তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, বাংলাদেশ একসময় মুক্তির জন্য লড়েছিল, অথচ আজ সেখানে মুক্তির স্বপ্নই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বললে গুম হয়ে যেতে হয়, বিচার চাইতে গেলে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন লেগেই আছে। মন্দির ধ্বংস হয়, ধর্মীয় উৎসবে হামলা হয়, তবু বিশ্ব কেন নীরব, প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন তিনি।তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, সে দেশে প্রতিদিন রক্ত ঝরছে, নিরপরাধ মানুষের আর্তনাদ ভেসে আসছে। কি ভূমিকা সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের? আর কতদিন এই অত্যাচার মানবতাকে ধ্বংস করে যাবে, প্রধান উপদেষ্টা সহ বাংলাদেশের অর্নবর্তী সরকারের কাছে এই প্রশ্ন করেন তিনি। তাঁর কাতর আবেদন, এই অন্ধকার মুছে দেওয়ার জন্য বিশ্ববিবেক জাগ্রত হোক।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

সাহা এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের ধন্যবাদ জানান তিনি।

এদিন তিনি আরও বলেন, সংসদে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে ও আজকের মিছিল সংঘটিত করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাজেটকে নিয়ে বিরোধীরা রাজ্যে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে শহরে বিরোধীরা মিছিল সংঘটিত করেছে। এর তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, বিজেপি সরকারের জনমুখী বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে আজ রাজ্যের প্রতিটি মণ্ডলে ধন্যবাদ মিছিল আয়োজন করা হয়েছে। রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে পেয়ারিবাবুর বাগান থেকে একটি মিছিল রামনগর এলাকার বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে দুর্গা চৌমুহনীতে এক সভায় মিলিত হয়।

এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিধায়ক তথা মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর নিবাস দাস, তুষার কান্তি ভট্টাচার্য, মন্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।এদিনের এই র‍্যালি সম্পর্কে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন যা জনমুখী। এই বাজেটের ফলে সমাজের সকল অংশের জনগন উপকৃত হবে। সেই কারনেই এই ধন্যবাদ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই র‍্যালি থেকে বাজেটের মাধ্যমে কোন শ্রেণীর জনগন কি সুবিধা পাবেন সেই তথ্য সবার কাছে পৌঁছে দেওয়াই এর একমাত্র লক্ষ্য।

সশ্রম কারাদণ্ড

● প্রথম পাতার পর

নাবালিকার মা ৫/৫/২০২০ সালে বিশালগড় মহিলা থানায় এই বিষয়ে একটি মামলা নথিভুক্ত করে। মোট ২২ জনের সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করে আদালত শুক্রবার এই মামলার রায় ঘোষণা করে। পকসো এক্টে ৬ নং ধারায় আসামীকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা জরিমানার রায় ঘোষণা দিয়েছে। তাছাড়া, অনাদায়ে আরো এক বৎসর কারাদণ্ডাদেশ দেন আদালত।পাশাপাশি আইপিসি ধারায় তিন বছরের কারাদন্ড এবং ৫০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ছয় মাস কারাদণ্ডাদেশ দেন বিশালগড় মহকুমা আদালতের মাননীয় বিচারপতি দেবাশীষ কর। এই রায় এ একদিকে যেমন নাবালিকা কন্যাটি সুবিচার পেয়েছে অন্যদিকে নারী গঠিত অপরাধে লিপ্ত হওয়ার আগে এ ধরনের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির কথা মনে করবে অপরাধকারীরা এমনটাই ধারণা তথ্যবিজ্ঞ মহলের।

খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন ইভেন্টের ক্রীড়া সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রীর উপস্থিতিতে আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্টের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন হয় খোয়াইয়ে।ইয়েস টু লাইফ নো ড্রাগ এই স্লোগানকে সামনে রেখে খোয়াই জেলা শাসকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় জেলা ভিত্তিক ক্রিকেট,ভলিবল, হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট। যার সমাপ্তি হয় শুক্রবার।এদিন এক অনুষ্ঠানিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই কল্যাণপুর বিধানসভার বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, খোয়াই জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রণ, খোয়াই জেলা সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।ইয়েস টু লাইফ নো ড্রাগ এই স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত বিভিন্ন ক্রীড়া টুর্নামেন্টে খোয়াই জেলার সমস্ত ব্লক,পঞ্চায়েত সমিতি পুর পরিষদের অংশ গ্রহণ করে। তার মধ্যে টুর্নামেন্ট সমাপ্তিতে ভলিবলে তেলিয়ামুড়া মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল রানার্স এবং পদ্মবিল আর ডি ব্লক চ্যাম্পিয়নের পুরস্কার পেল। অন্যদিকে ক্রিকেটে খোয়াই আর ডি ব্লক রানার্স এবং তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লক চ্যাম্পিয়ন। ফুটবলে রানার্স তুলাশিখর আর ডি ব্লক এবং চ্যাম্পিয়ন খোয়াই পুর পরিষদ।এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়।ইয়েস টু লাইফ নো ড্রাগ এই মূল উদ্দেশ্যই হল বর্তমান যুব সমাজ মরণব্যাধি নেশার দিকে ঝুকে যাচ্ছে তাই তাদের নেশার জগৎ থেকে বেড়িয়ে এসে খেলা ধুলায় নিজেদের ব্যস্ত রাখার মধ্য দিয়ে নিজেদের যাতে সুস্থ্য রাখতে পারে সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়া অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখতে গিয়ে এমনটাই বললেন খোয়াই জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন।অন্যদিকে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান অতিথি তথা ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী প্রথমেই খোয়াই জেলা শাসকের এধরনের কর্মসূচিকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ডাক দিয়েছিল এই সরকারের মূল লক্ষ্যই নেশা মুক্ত ত্রিপুরা। কিন্তু সেটা শুধু সরকারের পক্ষে একা সম্ভব না।শুধু নেশা মুক্তের ডাক দিলেই চলবে না তার নামে সংকল্প নিতে হবে। কেন ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্র সংঘ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গাছ লাগাতে হবে গাছ বাঁচাতে হবে। কিন্তু সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন স্কুল কলেজে কিংবা সরকারি দপ্তরে গাছ লাগানো হলেও পরবর্তী সময়ে সেই গাছ আর পাওয়া যায়নি। কেননা সেক্ষেত্রে শুধু গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।গাছ বাঁচাতে হবে সেই সংকল্প নেওয়া হয়নি।তাই নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রেও শুধু নেশা মুক্তির ডাক দিলেই চলবে না নেশা মুক্তির সংকল্প নিতে হবে। তবেই নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়া সম্ভব।

বিলোনিয়ায় ফুটবল রেফারিদের নিয়ে বিশেষ ফিটনেস ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দক্ষিণ জেলার ফুটবল এসোসিয়েসনের উদ্যোগে জেলার রেফরীদের নিয়ে বিকেআই সিন্থেটিক ফুটবল মাঠে শুক্রবার সকালে এক ফিটনেস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফিটনেস পরীক্ষায় দক্ষিণ জেলার ৩৬ জন রেফরী, সহকারী রেফরীর মধ্যে এদিনের ফিটনেস পরীক্ষায় ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।ফিটনেস পরীক্ষা শেষে শুক্রবার সকাল এগারোটা নাগাদ দক্ষিণ জেলার যুব ও ক্রীড়া কল্যাণ দপ্তরের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার রেফারী এসোসিয়েসনের সভাপতি কিষান দত্ত, সহ সভাপতি অভিজিৎ ভট্টাচার্য, জেলা ফুটবল এসোসিয়েসনের সচিব বাবুল চন্দ্র দেব,ন্যাশনাল রেফরী অভিজিৎ দে এবং টিঙ্কু দে। আলোচনা করতে গিয়ে অতিথিরা বর্তমানে জেলায় ফুটবল টুর্নামেন্ট অনেক বেড়ে গেছে। ফুটবল টুর্নামেন্ট চালাতে গেলে রেফারীদের একটা বড় ভূমিকা থাকে। দক্ষিণ জেলায় বর্তমানে ৩৬ জন রেফারী,সহ রেফারী রয়েছে। আজকের ফিটনেস পরীক্ষায় বিভিন্ন কারনে উপস্থিত থাকতে না পারলেও ২৭ জন উপস্থিত থেকে ফিটনেস পরীক্ষা দিয়েছে। উপস্থিত সকলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে রেফারীদের আর্থিক সংকটের কথা তুলে ধরেন এসোসিয়েশন। চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে থেকেও প্রতিটা খেলায় রেফারীরা যে সামান্য টাকা পেয়ে থাকেন তার থেকে কিছু অংশ করে কেটে নিয়ে সব রেফারীদের হাতে নতুন জার্সি তুলে দেওয়া হয়।

মির্জাতে উজ্জ্বলা স্মৃতি ক্রিকেট আসর শুরু ১২ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা ।। শীতের মরশুমে বিভিন্ন খেলাধুলা গ্রামীণ এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে।এবার বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদারের মাতৃ উজ্জ্বলা মজুমদার স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে চলেছে। আগামী ১২ফেব্রুয়ারি এই টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা হবে মির্জা অটল বিহারী বাজপেজী ক্রীড়াঙ্গন ময়দানে।ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে শুক্রবার দুপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মির্জা অটল বিহারী বাজপেজী ক্রীড়াঙ্গন ময়দানে। সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার জানান , আগামী ১২ফেব্রুয়ারি বহু বছর পর ক্রিকেট টুর্নামেন্টের টস অনুষ্ঠিত হবে। এখনো পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ক্রিকেট দল নাম নথিভুক্ত করেছে এই টুর্নামেন্টে। পাশাপাশি তিনি বলেন মির্জা অটল বিহারী বাজপেয়ী ক্রীড়াঙ্গন ময়দানে ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে ক্রিকেটপ্রেমী সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দেয়। নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করবেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

এছাড়াও থাকবেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায় সহ আরো অনেকে। টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে দেওয়া হবে সুদৃশ্য ট্রফি। এছাড়াও রয়েছে আরও নানা পুরস্কার।

দাবি মানছে না ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবেন বাটলারেরা

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে ইংল্যান্ড। ব্রিটেনের অন্তত ১৬০ জন রাজনৈতিক নেতা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অন্যতম অংশগ্রহণকারী দেশটিকে বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড জানিয়ে দিল যে, তারা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান ম্যাচ। লাহোরে হবে সেই ম্যাচ। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে যে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেললেও আইসিসির উপরে চাপ তৈরি করা হবে। তালিবান সরকার মহিলাদের ক্রিকেট খেলতে দেয় না। সেটার বিরুদ্ধেই সরব ব্রিটেনের পার্লামেন্ট। সেই কারণেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে জস বাটলারদের না খেলার আবেদন করেছিলেন রাজনৈতিক নেতারা।

ইসিবির প্রধান রিচার্ড থম্পসন বলেন, "বিশ্বের অন্য দেশগুলি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলছে। আমাদের মনে হয় না ইংল্যান্ড একা না খেলে বিরাট কিছু অর্জন করবে। আমরা শুনেছি আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষদের জন্য ক্রিকেটই একমাত্র বিনোদন। সেই কারণে আমরা খেলব। তবে আইসিসির উপর আমরা চাপ তৈরি করব আগামী দিনে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। আফগানিস্তানে মহিলারা যাতে আবার ক্রিকেট খেলতে পারে সেটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আফগানিস্তানে যা হচ্ছে সেটা ঠিক নয়। সারা বিশ্বে যখন মহিলা ক্রিকেট এগিয়ে চলেছে, তখন আফগান মেয়েদের সুযোগ না পাওয়াটা খুব হতাশার।

তালিবান প্রশাসন মহিলাদের মানবাধিকার খর্ব করছে। এই ইস্যুতে গত মাসে উত্তাল হয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধিবেশন। সে দেশের সাংসদদের একাংশ চান, তালিবান প্রশাসনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিক ইসিবি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট করা উচিত। পার্লামেন্টের দুই কক্ষ হাউস অফ কমন্স এবং হাউস অফ লর্ডসের তরফে সরকারি ভাবে বিবৃতি দিয়েছিল। ইসিবির সিইও রিচার্ড গোল্ডের কাছে আর্জি জানিয়ে তাতে বলা হয়েছিল, "তালিবানের অধীনে আফগানিস্তানে মহিলাদের প্রতি যে ভয়াবহ আচরণ করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার জন্য আমরা ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার এবং ক্রিকেট কর্তাদের আহ্বান জানাচ্ছি।

ইসিবিকে আমাদের অনুরোধ, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন ম্যাচটি বয়কট করা হোক। এই ধরনের জঘন্য আচরণ বরদাস্ত করা যায় না। আফগানিস্তানকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের অবশ্যই লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত। আফগান মহিলাদের সহমর্মিতার বার্তা দেওয়ার অনুরোধ করছি ইসিবিকে। আশা করি, আফগান মহিলাদের আমরা নিরাশ করব না।" ইসিবি যদিও পার্লামেন্টের দাবি মানল না।

মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলে না অস্ট্রেলিয়া। যদিও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তারা খেলবে। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রীও ক্রিকেট বোর্ডকে আবেদন করেছিল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে না খেলার। কিন্তু তারাও সেই দাবি মানেনি।

৩ উইকেট, প্রথম ভারতীয় হিসেবে নয়া নজির হর্ষিতের

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে অভিষেকে তিন উইকেট তুললেন হর্ষিত রানা। সেই সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর নাম রেকর্ড বইয়ে ঢুকে পড়ল। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট অভিষেক ও ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি অভিষেক, দুক্ষেত্রেই ৩টি করে উইকেট পেয়েছিলেন তিনি। এবার ওয়ানডেতেও সেটাই ঘটল। তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটেই অভিষেকে ৩ উইকেট পাওয়ার নজির আর কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের নেই।এদিন নাগপুরে অভিষেক হয় হর্ষিতের। তাঁর প্রথম শিকার বেন ডাকেট। ৩২ রানের মাথায় ফিরিয়ে দেন ইংল্যান্ড ব্যাটারকে। শরীর শূন্যে ছুড়ে অনবদ্য ক্যাচ ধরেন যশস্বী। হর্ষিত এরপর ফেরান হ্যারি ব্রুক ও লিয়াম লিভিংস্টোনকে। ইংল্যান্ডের ইনিংস থেমে যায় মাত্র ২৪৮ রানে। দিন কয়েক আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয়। সেখানে অবশ্য বিতর্কও সঙ্গী ছিল। আহত শিবম দুবের জায়গায় নামেন হর্ষিত রানা। প্রথমবার কোনও ক্রিকেটারের অভিষেক পরিবর্ত হিসেবে হয়। সেখানে তিনি ৩৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট তুলেছিলেন। অন্যদিকে বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে পারথে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নামেন হর্ষিত রানা। তাঁকে অস্ট্রেলিয়া সফরে নিয়ে যাওয়া নিয়ে কম চর্চা হয়নি। কিন্তু পারথ টেস্টের প্রথম ইনিংসে তিন উইকেট তুলে কোচ গম্ভীরের আস্থার মর্যাদা দেন তিনি। ভারতের কাঁটা ট্রেভিস হেডের উইকেট ছিটকে দেন তিনি। দ্বিতীয় দিনে মাটি অঁকড়ে পড়েছিলেন স্টার্ক। তিনিও হর্ষিতের শিকার। এছাড়াও পেয়েছিলেন নাথান লিয়নের উইকেট।

মহিলা ক্রিকেট : নিকিতা সুরভীর সৌজন্যে দারুন জয়ে সূচনা ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আত্মপ্রকাশেই দুরন্ত জয়। কর্নেল কোচিং সেন্টারকে হেলায় পরাজিত করে অভিযান শুরু করলো শক্তিশালী ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। দলনায়িকা সুরভী রায়ের বিধ্বংসী বোলিং এবং নিকিতা দেবনাথের অলরাউন্ড পারফরমেন্সে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক এক দিবসীয় ক্রিকেটে। শুক্রবার এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে ১০ উইকেটে জয় লাভ করে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কর্ণেল কোচিং সেন্টার গুটিয়ে যায় মাত্র ৪৬ রানে। দল অতিরিক্ত খাতে যদি ২৬ রান না পেতো তাহলে দলীয় ২০ রানের গণ্ডি পার হতে পারত না। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ আট রান করেন সোমা পাল। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর পক্ষে সুরভি রায় ৮ রানে পাঁচটি এবং নিকিতা দেবনাথ নয় রানের দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ১০.৩ ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে নিকিতা দেবনাথ ৩৯ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ রানে এবং রেশমি নোয়াতিয়া ২৪ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে নয় রানে অপরাজিত থেকে যান। দুরন্ত জয়ে খুশি দলের কোচ খোকন দে। ক্রিকেটারদের অভিনন্দন জানান ক্লাব সভাপতি সুবল কুমার দে। জয়ের ধারা যাতে আগামী দিনেও বজায় থাকে সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য ক্রিকেটারদের আহ্বান রাখেন তিনি।

জাতীয় কিক বক্সিংয়ে দুই স্বর্ণ পদক জয়ী সংবর্ধিত

দর্পণ প্রতিনিধি, আগরতলা।।জাতীয় কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক পেলো উত্তর জেলার দুই মার্শালিস্ট। চলতি বছরের ১৯ জানুয়ারি থেকে ২২ জানুয়ারি অবধি চলা এই কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে সমস্ত ত্রিপুরা থেকে মোট ১৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। অবশ্য ত্রিপুরার সকল খেলোয়াড়রা আশানুরূপ ফলাফল করে সোনা, রুপা ও ব্রোঞ্জ পদক ছিনিয়ে আনে। মূলতঃ জাতীয় কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়ন কর্তৃক আয়োজিত গোয়া কিক বক্সিং এসোসিয়েশনের পরিচালনায় চারদিন ব্যাপি কিক বক্সিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় গোয়াতে। এতে ভারতের প্রায় কুড়িটি রাজ্য থেকে বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগী প্রতিযোগিনীরা এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে। ত্রিপুরা থেকে ১৬ জন এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তিনটি ইভেন্টে দশটি স্বর্ণপদক চারটি রৌপ ও ছয়টি ব্রোঞ্জ পদক ছিনিয়ে নেয়। এতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা ব্লকের অধীন প্রেমতলা মার্শাল আর্ট একাডেমির দুই খেলোয়ার স্বর্ণপদক জয়লাভ করে। শিলা দেবনাথ ও আব্দুল বাছিতের স্বর্ণপদক জয়ে গর্বিত উত্তর জেলাবাসী। এর পূর্বেও প্রেমতলা মার্শাল আর্ট একাডেমি থেকে খেলোয়াররা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সোনা,রুপা ও ব্রোঞ্জ পদক জয়লাভ করার নজির রয়েছে। এদিনও এই দুই মার্শালিস্টের স্বর্ণপদক জয়ে খুশির জোয়ার বইছে সমস্ত জেলা জুড়ে। গতকাল সন্ধ্যায় এই দুই স্বর্ণ জয়ীকে উষ্ণ সংবর্ধনা প্রদান করে একাডেমি কর্তৃপক্ষ।

আমন্ত্রণমূলক প্রাইজমানি বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভারতরত্ন অটল বিহারি বাজপেয়ি চড়িলাম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের মধ্যে অবস্থিত বাস্কেটবল প্লে গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয় দুইদিন ব্যাপী আমন্ত্রণমূলক প্রাইজ মানি বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট। গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয় ছেলে এবং মেয়েদের দুটি বিভাগে আমন্ত্রণ মূলক প্রাইজমানি এই টুর্নামেন্ট।

সর্বমোট ছেলে এবং মেয়েদের ১২টি টিম এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। শুক্রবার বিকেলে মেয়েদের বিভাগে ফাইনালে জয়ী হয় সিপাহীজলা এবং রানার্স হয় ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি। ছেলেদের বিভাগে ফাইনালে জয়ী হয় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রানার্স হয় ডিফেন্ডার। খেলা শেষে ছেলে এবং মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স টিমের হাতে ট্রফি তুলে দেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত,ত্রিপুরা বাস্কেটবল এসোসিয়েশনের সম্পাদক সমীর দাস, সিপাহীজলা বাস্কেটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি বেনীমাধব দেবনাথ, শারীর শিক্ষক বাবুল দাস এবং চড়িলাম প্লে সেন্টারের সম্পাদক সমীর ভৌমিক।

ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন টিমের হাতে প্রাইজমানি তিন হাজার টাকা ও রানার্স টিমের হাতে প্রাইজ মানি ২ হাজার টাকা এবং মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন টিমের হাতে প্রাইজ মানি দেড় হাজার টাকা এবং রানার্স টিমের হাতে প্রাইজমানি এক হাজার টাকা তুলে দেন অতিথিরা। এছাড়াও ছেলেদের ক্ষেত্রে বেস্ট স্কোরার আকাশ রবি দাস এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে বেস্ট স্কোরার অঙ্কিতা দেবনাথের হাতেও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

দুদিন ব্যাপী জাঁকজমকপূর্ণ এই বাস্কেট টুর্নামেন্টে ক্রীড়া প্রেমীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা চড়িলাম প্লে সেন্টার। আলোচনা করতে গিয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করার পাশাপাশি সমস্ত অংশের যুবক-যুবতীদের খেলায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। যাতে করে এই সমাজ থেকে নেশাকে নির্মূল করা যায়।

ধর্মনগরে জেলাভিত্তিক ম্যারাথন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জেলা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে উত্তর ত্রিপুরা জেলা ক্রীড়া দপ্তরের পরিচালনায় ধর্মনগর অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য স্মৃতি ভবন প্রাঙ্গণে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পের দশম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। তাকে কেন্দ্র করে জেলাভিত্তিক ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এদিন। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ।

উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর মহকুমার মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের জেলা আধিকারিক প্রসেনজিৎ দেববর্মা, জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ-অধিকর্তা বিভা বসু গোস্বামী, ডিসিএম অমর চাঁন বিশ্বাস, ডিসিএম কর্জরাম রিয়াং। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রানী দাস সেন। শতাধিক ছেলে এবং মেয়ে এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। জানা যায় প্রথম ১০ জন ছেলে ও মেয়েকে পুরস্কৃত করা হয়। তার মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারীকে ১২০০ টাকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে ৮০০ টাকা, তৃতীয় স্থান অধিকারীকে ৬০০ টাকা এবং বাকি সাত জনকে ৩০০ টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কৃত করা হয়। পাশাপাশি অভিজ্ঞান পত্র প্রদান করা হয় বিজয়ীদের মধ্যে। সকালে আয়োজিত এই ম্যারাথনকে ঘিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা।

টিএসজেসি-র সদস্যদের জার্সি স্পন্সর করলেন উদ্যোগপতি পীযূষ বনিক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের পাশে এবার দাঁড়ালেন রাজ্যের এক বিশিষ্ট উদ্যোগপতি পীযুষ বণিক। তিনি তিরূপতি মোটরস-এর কর্ণধার। টি এস জে সি-র প্রত্যেক সদস্যের জন্য তিনি জার্সি স্পন্সর করলেন। শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে ছোট্ট পরিসরে হলেও দারুণ এক আয়োজনের মধ্য দিয়ে পীযুষ বাবু জার্সিগুলো তুলে দিলেন ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তীর হাতে। জার্সিগুলো তুলে দেবার পূর্বে পীযুষ বণিককে উত্তরীয় এবং স্মারক দিয়ে সংবর্ধিত করলেন সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। মহতী এই উদ্যোগে সভাপতির সঙ্গে ছিলেন টি এস জে সি-র বরিষ্ঠ সাংবাদিক মণিময় রায়, সহ সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, সচিব অনির্বাণ দেব, কোষাধ্যক্ষ উৎপল ভট্টাচার্য সহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা। পীযুষ বনিক থেকে এই সহযোগিতা পেয়ে টি এস জে সি-র সভাপতি সহ সকলেই পীযুষ বাবুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে পূজা-র দুরন্ত বোলিংয়ে জয় দিয়ে শুরু চাম্পামুড়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বল হাতে জ্বলে উঠলেন পূজা দাস। আর তাতেই সহজ জয় দিয়ে আসর শুরু করলো চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত আমন্ত্রণমূলক সিনিয়র মহিলাদের একদিবাসীয় ক্রিকেটে। শুক্রবার মোহনপুরের তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ৯ উইকেটে পরাজিত করে এ ডি নগর কোচিং সেন্টারকে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অতিরিক্ত ৪১ রানের কাঁধে ভর দিয়ে এ ডি নগর প্লে সেন্টার ৮৬ রান করে। দলের পক্ষে পাপিয়া বাউল ৩৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং তানিশা ভৌমিক ২১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। চাম্পামুড়ার পক্ষে পূজা দাস ১৩ রানে ৫ টি এবং দিয়া সরকার ২৪ রানে ৩ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ১২.২ ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে দীপিকা দাস ৪৬ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ এবং গিয়া মন্ডল ২৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪০ রান।

বিদ্যাসাগর স্কুলকে ১০ উইকেটে হারিয়ে মহিলা ক্রিকেটে সূচনা ব্লাডমাউথ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সহজ জয় দিয়ে অভিযান শুরু করলো ব্লাড মাউথ ক্লাব। হেলায় ১০ উইকেটে পরাজিত করলো দুর্বল বিদ্যাসাগর ইউ এম বি দলকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ক্রিকেটে। শুক্রবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। ব্লাড মাউথের বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে এদিন সকালে টসে জয় লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে মাত্র ২৪ রানে গুটিয়ে যায় বিদ্যাসাগর দল। দল সর্বোচ্চ ৬ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ পাঁচ রান করেন লক্ষ্মী দেবনাথ। ব্লাড মাউথের পক্ষে অন্বেশা দাস ৪ রানে তিনটি, অন্তরা দাস এক রানে এবং মৌমিতা দেব দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ১৯ বল খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ব্লাডমাউথ ক্লাব। দলের পক্ষে শিল্পী দেবনাথ ১২ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ এবং অনামিকা দাস আট বল খেলে একটি বাউন্ডারের সাহায্যে সাত রানে অপরাজিত থেকে যান।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে দলের খামতি বলে দিলেন রোহিত

৭ বলে মাত্র ২ রান করে আউট হয়ে যান রোহিত শর্মা। ভারতীয় দলের অধিনায়ক দীর্ঘ দিন ধরেই রান পাচ্ছেন না। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে তা নিয়ে চিন্তা নেই রোহিতের। অধিনায়ক যদিও চিন্তিত ইনিংসের শেষ দিকে উইকেট হারানো নিয়ে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪ উইকেট জিতে এমনটাই জানালেন রোহিত।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নাগপুরে রান পাননি। এর আগে অস্ট্রেলিয়া সফরেও রান ছিল না তাঁর ব্যাটে। রঞ্জি খেলেও রানে ফিরতে পারেননি। আশা ছিল সাদা বলের ক্রিকেটে রান পাবেন। কিন্তু সেটা হয়নি। যদিও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে সেটা নিয়ে চিন্তা নেই রোহিতের। ম্যাচ শেষে তাঁর কাছে ধারাভাষ্যকার মুরলী কার্তিক জানতে চেয়েছিলেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে কোন জায়গায় উন্নতি প্রয়োজন। সেখানে রোহিত বলেন, "কোনও বিশেষ জায়গায় উন্নতির প্রয়োজন দেখছি না। আমরা চাই দল হিসাবে সবাই নিজেদের কাজটা করুক। শেষ দিকে উইকেট হারিয়েছি আমরা। সেটা ঠিক হয়নি। তবে অনেক সময় বোলারদের উপর চাপ তৈরি করতে গিয়ে হয়ে যায় এমন। সেটা নিয়ে এত ভাবছি না।"

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ভারতীয় দলের কাছে ইংল্যান্ড সিরিজটাই প্রস্তুতির শেষ সুযোগ। সেখানে রোহিতের রান না পাওয়া সত্যিই চিন্তার। কিন্তু অধিনায়ক সেটা নিয়ে বিশেষ ভাবে ভাবছেন না। তিনি বলেন, "অনেক দিন পর আমরা এক দিনের ক্রিকেট খেলছি।

পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলী যোজনায় সুবিধাভোগী হয়ে বিদ্যুৎ বিলকে শূন্যে নামিয়ে আনার আহ্বান বিদ্যুৎমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: বিদ্যুতের বিল নিয়ে চিন্তার দিন শেষ। এবার বিদ্যুৎ কে ব্যবহার করে বাড়তি রোজগারও করতে পারবেন যেকোনো নাগরিক। পাশাপাশি বিদ্যুতের বিল প্রায় শূন্যে নেমে আসবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীর কথা চিন্তা করে এমন এক প্রকল্প নিয়ে এলেন গোটা দেশে, যা কোটি কোটি মানুষকে বিদ্যুৎ বিলের চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছে। পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা এমনই এক জনমোহিনী যোজনার নাম। রাজ্যের আপামর বিদ্যুৎ ভোক্তাদেরকে পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলী যোজনায় সুবিধাভোগী হয়ে বিদ্যুৎ বিলকে শূন্যে নামিয়ে আনার আহ্বান জানালেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

শুক্রবার আগরতলায় ক্যান্সার হাসপাতালের উল্টো দিকে জিবি বিদ্যুৎ সাব ডিভিশন সংলগ্ন মাঠে ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স বিদ্যুৎ ডিভিশন কর্তৃক আয়োজিত পিএম সূর্য্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা শিবিরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এই তথ্য জানান বিদ্যুৎ মন্ত্রী। তিনি বলেন, আগামী দিনে কয়লা শেষ হয়ে যাবে, গ্যাস শেষ হয়ে যাবে , ফলে প্রথাগত বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যাবে। সে কথা মাথায় রেখেই প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবার সূর্য্য শক্তিকে ব্যবহার করে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার। শুধু তাই নয়, তিনি এক আশ্চর্য্য পরিকল্পনায় প্রতিটি পরিবারকে সরকারি ভর্তুকি সহ বিদ্যুৎ উৎপাদক হিসেবে গড়ে তুলে বিদ্যুৎ নিগমের কাছে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রির মাধ্যমে উপার্জনের এক অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছেন। শুক্রবার ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এই বিশেষ শিবিরে বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কর্পোরেটরগন। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ লিমিটেডের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে উৎসাহী মানুষেরা এদিন প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত জানতে ভিড় জমিয়েছেন। এই বিশেষ শিবিরে সোলার প্যানেল প্রতিস্থাপনকারী সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন কোম্পানির লোকজনেরা এবং বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পিএম সূর্য্য ঘর মুফত বিজলি যোজনার সূচনা করেন। যে প্রকল্পের লক্ষ্য আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট বিদ্যুতের পরিকল্পনা। এখন পর্যন্ত দেশে ২০০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। যা লক্ষ্যমাত্রার ৪০ শতাংশ।

এই প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে মন্ত্রী আরো বলেন, এই প্রকল্পটি বাড়ির ছাদ, টিনের চাল কিংবা মাটিতেও পাটাতনের উপর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। প্রকল্পের লক্ষ্য হল, বাড়ির ছাদ কেন্দ্রিক সৌর বিদ্যুতের ক্ষমতা বাড়ানো এবং পরিবার গুলিকে তাদের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম করা। গৃহস্থালী ক্ষেত্রে এই উদ্যোগটি ২০২৩-২৪ অর্থবছর (১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ থেকে শুরু) থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবছর পর্যন্ত চলবে। এই সময়কাল পর্যন্ত সরকারি ভর্তুকি প্রদান করা হবে। এতে মোট আর্থিক ব্যয় হবে ৭৫,০২১ কোটি টাকা। এই প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের ভর্তুকির বিষয়টির ব্যাখ্যা করে রতন বাবু জানান, আবাসিক সেক্টরে প্রথম ২ কিলো ওয়াট ক্ষমতা সোলার প্যানেল বসানোর ক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াট এর জন্য ভর্তুকি ৩৩ হাজার টাকা। প্রথম ২ কিলো ওয়াট সোলার প্যানেল বসানোর পর পরবর্তী ১ কিলো ওয়াট সোলার প্যানেল বসানোর ক্ষেত্রে ভর্তুকি মিলবে ১৯ হাজার ৮০০ টাকা। ৩ কিলো ওয়াট সোলার প্যানেলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভর্তুকি ৮৫,৮০০ টাকা। রেসিডেন্সিয়াল সেক্টরে ৩ কিলো ওয়াট সোলার প্যানেল বসানোর পর পরবর্তী সোলার প্যানেল বসানোর ক্ষেত্রে অর্থাৎ কিলোওয়াট বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আর কোন ভর্তুকি মিলবে না। হাউসিং সোসাইটি/ রেসিডেনশিয়াল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে এবং ইলেকট্রিক্যাল ভেহিকেল চার্জিং এর ক্ষেত্রে ৫০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত সোলার প্যানেল বসাতে পারবেন। এ জন্য ভর্তুকি পাওয়া যাবে প্রতি কিলো ওয়াটে ১৯,৮০০ টাকা। প্রতিটি পরিবার সর্বোচ্চ ৩ কিলোওয়াট পর্যন্ত সৌর প্যানেল স্থাপন করতে পারবেন। নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ যে কোন ভোক্তা ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের কাছে বিক্রি করতে পারবেন বলেও মন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন। তিনি জানান যে কোন ব্যক্তি তার নিকটবর্তী বিদ্যুৎ নিগম কার্য্যালয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নিতে পারবেন। এই প্রকল্পে প্রত্যেক আগ্রহী ব্যক্তিকেই ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ লিমিটেডের আধিকারিকরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন। এ দিনের শিবিরে প্রায় আড়াইশো মানুষ পিএম সূর্য্য ঘর মুফত বিজলি যোজনায় নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন।

পাট্টাপ্রাপ্ত জায়গাতে নির্মিত বসতঘর গুড়িয়ে দিল বন দপ্তর, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি: রাজনগর তৃষ্ণা বনদপ্তরের কর্মীদের কারনে মাথার ছাদ হারালো চার পরিবার। এই চার পরিবারের বসত ঘর তছনছ করে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে বনদপ্তরের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাতে বিলোনিয়া রাজনগরে নিহারনগর দেবদুয়া পাড়াতে।

জানা যায়, নিজের পাট্টা জায়গাতে বসত ঘর তুলে বসবাস করছে এই চার পরিবার। বিনা নোটিশে হঠাৎ রাতের আঁধারে বনদপ্তরের অফিসার সুকান্ত সরকারের নেতৃত্বে বনদপ্তরের কর্মীরা চড়াও হয়ে বাড়ি ঘর ভাঙ্গচুর শুরু করে বলে শুক্রবার দুপুরে সংবাদ মাধ্যমের সামনে এই অভিযোগ করে মাথার উপর ছাদ হারা পরিবারগুলো।

পাট্টা প্রাপক এই চার পরিবার কোন কিছু বুঝে উঠতে পারেননি। পাট্টা কাগজ ঘর থেকে নিয়ে এনে দেখানোর পর বন দপ্তরের অফিসার সুকান্ত সরকার পাট্টার কাগজ ছিড়ে ফেলে বলে অভিযোগ। বাড়িঘর ভাঙ্গচুরের সময় বন দফতরের কর্মীদের প্রতিহত করতে গিয়ে লক্ষ্মী ত্রিপুরাকে মারধর সহ দুর্ব্যবহার করে। যার ফলে লক্ষী ত্রিপুরা বুকে আঘাত পায়। পরবর্তী সময়ে পরিবার লোকজন নিহার নগর হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। বিষ্ণু ত্রিপুরা, কতিলা ত্রিপুরা, লক্ষ্মী ত্রিপুরা ও সুস্মিতা ত্রিপুরার এই চার পরিবারের বাড়িঘর তছনছ করে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় বলে জানা যায়। পাট্টা জায়গা হওয়ার সত্বেও বসত ঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো এই নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। এই চার পরিবার মাথা গুজার ঠাঁই হারিয়ে আজ দিশেহারা।

ঠিকেদারের খাম খেয়ালিপনায় জলের তীব্র সংকট কাঞ্চনমালায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী: ঠিকেদারের খাম খেয়ালিপনায় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে কাঞ্চনমালায়। কিন্তু এবিষয়ে একাধিকবার ঠিকেদারের সাথে কথা বলতে চাইলে কোনো কর্ণপাত করেন নি বলে অভিযোগ। তাই এলাকাবাসীদের দাবি, শীঘ্রই বিকল্প জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকার একটি পাকা কালভার্ট তৈরীর জন্য শহরের এক ঠিকাদার কাজের বরাত পেয়েছে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, পাকা কালভার্টের কাজ ঠিকভাবে শুরু হতে না হতেই জনৈক ঠিকেদার জলের পাইপলাইন ভেঙ্গে ফেলে। পরে বেশ কিছুদিন পর পুনরায় আবার জলের পাইপ লাগালেও কয়েকদিন যেতে না যেতে আবারো জলের পাইলেনটি ভেঙ্গে ফেলে, যার ফলে স্থানীয় এলাকাবাসী থেকে শুরু করে কাঞ্চনমালা এসবি স্কুলে জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। যার ফলে স্থানীয় এলাকাবাসীরা সহ কাঞ্চনমালা এস বি স্কুলের কর্মীরা দূর-দূরান্ত থেকে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

তবে, বিদ্যালয় সহ এলাকায় এমন জলের সংকট কিন্তু ঠিকাদারের এতে কোন কিছুই যায় আসে না। কাজের ঠিকাদারের এই কর্মকান্ডে ক্ষুব্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় এলাকাবাসীরা। স্থানীয় এলাকাবাসীরা আরও জানিয়েছেন, এলাকার মানুষের স্বার্থে পাকা কালভার্ট তৈরি হোক সেটা সবাই চায় কিন্তু কাজ শুরুর আগে কালভার্ট এর পাশে দিয়ে বিকল্প পানীয় জলের পাইপ লাইনের ব্যবস্থা না করে স্থানীয় এলাকাবাসীদের সহ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চরম সমস্যায় ফেলে দেওয়া হয়েছে যার জন্য দায়ী কাজের ঠিকাদার। তাই স্থানীয় এলাকাবাসীদের থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা জোরালো দাবি জানিয়েছে, খুব শীঘ্রই যেন কালভার্ট এর পাশে দিয়ে বিকল্প জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক।

সেলাই প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে পক্ষকালব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় শুক্রবার।মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা উইমেন্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে এবং নাবার্ডের সহযোগিতায় মহিলা এসএইচজি মেম্বারদের নিয়ে এক টেইলারিং কর্মশালার সূচনা হয় শুক্রবার আগরতলার জগৎপুর এলাকায়। এই কর্মশালায় মোট ৯০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করবে। ৩টি ব্যাচে ১৫ দিন করে সেলাইয়ের ওপর মহিলাদের ট্রেনিং প্রদান করা হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন কৌশল নিয়ে দুইদিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন কৌশল নিয়ে দুই দিন ব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন হয় লেম্বুছড়া কৃষি মহাবিদ্যালয়ে। শুক্রবার লেম্বুছড়াস্থিত কৃষি মহাবিদ্যালয়ে দুইদিনব্যাপী বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন কৌশল নিয়ে। এই কর্মশালার উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের বন দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের প্রযুক্তি ও পরিবেশ ত্রিপুরা ক্লাইমেট চেঞ্জ সেলের অধিকর্তা ডঃ মহেন্দ্র সিং ,কৃষি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রফেসর দেবাশীষ সেন সহ অন্যান্যরা।

এই কর্মশালার উদ্বোধক বনমন্ত্রী অনিমেষ দেব্বর্মা উনার বক্তব্যে বলেন, আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কিত বিষয়টি একটা বিশাল বিষয় তাই আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে কৃষকদের মাধ্যমে জনগনকে সচেতন করতে হবে। পাশাপশি তিনি বলেন আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে কৃষকদের একটি বিশেষ অংশকে সনাক্ত করে তাদের মাধ্যমে আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে।

তিনি আরো বলেন সম্প্রতি রাজ্যে যে বন্যা হয়েছে তার পেছনে পাহাড়ের ওয়াটার ক্যাচমেন্ট অর্থাৎ জল ধরে রাখার ক্ষমতা বিশেষভাবে দায়ী। পাহাড়ের জল ধরে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে গিয়েছে এবং পাহাড়ে জল ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ক্যাচমেন্ট এরিয়া অর্থাৎ জলধরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

এলআইসি এজেন্ট অর্গানাইজেশনের বিক্ষোভ কর্মসূচি রাজধানীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী : কেন্দ্রীয় বাজেটে বিমা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের প্রতিবাদে সরব হয়েছে এল আই সি এজেন্ট অর্গানাইজেশন। আজ এরই প্রতিবাদে টিআরটিসি অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন সংগঠনের কর্মীরা।এদিন এলআইসির এক এজেন্ট বলেন, কেন্দ্রীয় বাজেটে বিমা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, এলআইসি পলিসির উপর জিএসটি লাগু করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাজেটের মাধ্যমে বিমাক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে। তাই আজ দেশের ১৪ লক্ষের বেশি এজেন্টের স্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।

১০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী: নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে সাফল্য পেয়েছে কলমচৌড়া থানার পুলিশ। উত্তর কলমচৌড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে পুলিশ। এদিন প্রায় ১০ হাজার গাঁজা গাছ নষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে উত্তর কলমচৌড়া এলাকায় গাঁজা চাষ করা হচ্ছে।

ওই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ বাহিনীর অভিযানে প্রায় ১০ হাজার গাঁজা গাছ নষ্ট করা হয়েছে। আগামীদিনেও এরকম অভিযান জারি থাকবে বলে জানান তিনি। এদিনের অভিযানে ছিলেন কলমচৌড়া থানার ওসি নারু গোপাল দেব, এএসআই বিশ্বজিৎ দেববর্মা।

কালী বাজারে নাম যজ্ঞ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বামুটিয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি।। অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে বামুটিয়া বিধানসভার কালী বাজারে জীব কল্যাণ কীর্তন কমিটি আয়োজিত ৪৮ প্রহর ব্যাপী ৩৪ তম শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর হরির নাম কীর্তন ও মহোৎসব শুরু হয়েছে, তিন দিন ছিল গীতা পাঠ, ধর্মীয় আলোচনা, ধর্মীয় সংগীত, ৬ ফেব্রুয়ারী ছিল অধিবাস, মঙ্গলঘট স্থাপন, মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন, এলাকার ধর্ম প্রাণ ব্যক্তিদের নিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা, উল্লেখ যোগ্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলাসভাধিপতি বলাই গোস্বামী, প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, প্রকাশ চন্দ্র দাস, সমাজসেবী শিবেন্দ্র দাস সহ অন্যান্যরা। বিভিন্ন বয়সের ছেলে মেয়ে বয়স্ক সবাইকে নিয়ে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করা হয়। মহোৎসব পরিচালনা করার জন্য একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয় যার সভাপতি সূর্য্য কণ্ঠ দে, সম্পাদক রামকৃষ্ণ দে, কোষাধক্ষ্য নান্টু দাস, অফিস সম্পাদক সুমন দাস, অদ্য ৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ভোর হতে শুরু হয়েছে তারক ব্রহ্ম নাম যা অনবরত চলবে ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভোরবেলা পর্য্যন্ত। ১২ই ফেব্রুয়ারী মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। কীর্তন পরিবেশন করার জন্য ইতিমধ্যেই পাঁচটি দল অংশগ্রহণ করেছে। মহোৎসবে অংশগ্রহণ করে নাম কীর্তন শ্রবণ, মহাপ্রসাদ গ্রহণ সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য ধর্মপ্রাণ জনসাধারণকে কীর্তন কমিটির পক্ষে প্রচার সম্পাদক বাদল চন্দ্র দাস অনুরোধ জানান।।

১১জনের বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর কন্টোলার অফ ব্লাইন্ডনেস এর অন্তর্গত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ এর উদ্যোগে শুক্রবার ১১ জনের চোখের ছানি অপারেশন করা হয়। ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর কন্টোলার অফ ব্লাইন্ডনেস এর অন্তর্গত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ এর উদ্যোগে ১০০ জনকে চোখের ছানি অপারেশন করা হবে। তারই অন্তর্গত আজ ১১ জনের চোখের ছানি অপারেশন করা হয়। আগরতলা ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে সহযোগিতায় রয়েছে মা উষা চেরিটেবল ট্রাস্ট।

এদিনের এই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মা ঊষা চেয়ার টেবিল ট্রাস্টের কর্ণধার ডঃ সুশান্ত রায়, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের এমএস জয়ন্ত পোদ্দার ও চক্ষু অপারেশন বিশেষজ্ঞ ইউকে চাকমা সহ অন্যান্যরা।

২৩ দফা দাবিতে গণঅবস্থানে গভর্মেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি: টিটিএএডিসি'র কর্মচারীদের পেনশন প্রক্রিয়া সরলীকরণ করা সহ ২৩ দফা দাবিতে আগরতলা ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে সামনে গণঅবস্থান সংগঠিত করে গভর্মেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর পূরণ করা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

এবিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাধারণ সম্পাদক বাদল বৈদ্য বলেন, গত কয়েক বছর ধরে প্রায় একই দাবি জানিয়ে আসার সত্বেও সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নও। এমনকি, মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, মুখ্য সচিব ও অর্থ সচিবদের চিঠি দিয়েছি কিন্তু কোন সাড়া পাইনি। এই অসহনীয় দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সরকারী নিকট ২৩ দফা দাবি জানানো হয়েছে।

তাঁদের দাবিগুলো হল, ত্রিপুরা ভবনগুলিতে আসন পাবার ক্ষেত্রে পেনশনারদের অগ্রাধিকার দেওয়া, বাস, বিমান ও সরকারী পরিবহনে প্রবীণ নাগরিকদের টিকিটের দামে ছাড় দেওয়া এবং ব্যাঙ্ক ও প্রশাসনিক অফিসগুলোতে প্রবীণদের জন্য আলাদা কাউন্টার রাখা,মৃতদেহ সাময়িকভাবে সংরক্ষনের জন্য আগরতলায় সংরক্ষণাগার স্থাপন করা, লোকাল ট্রেন ও দুরপাল্লার ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং পেন্টিকার সহ সমস্ত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া, আগরতলায় আলাদা রেল ডিভিশন স্থাপন করে স্থানীয় বেকারদের নিয়োগে বিশেষ সুযোগ দেওয়া, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে হবে, রেশন দোকানের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে।

তাঁরা আরও দাবি জানিয়েছে, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক' ব্যবস্থা সুচারুভাবে কার্য্যকরী করতে হবে। প্রবীণ নাগরিকদের চলাচলের উপযোগী ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করতে হবে। ট্রাফিক সিগন্যাল উন্নত করা, আগরতলা পুর নিগম এলাকায় নালা পরিস্কার এবং ফুটপাত উন্মুক্ত করে শহরগুলোতে নাগরিক জীবন স্বাভাবিক রাখতে হবে।সারা রাজ্যে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত এবং প্রতি শহরেই বাড়ী বাড়ী রান্নার গ্যাস সরবরাহ করা সহ ২৩ দফা দাবি জানানো হয়েছে।

গুরুকুল সংস্থার কর্ণধার গৌতম কর্মকারের উদ্যোগে এবারও আয়োজিত মিস এন্ড মিস্টার ত্রিপুরা ২০২৫। উক্ত অনুষ্ঠানে মিস ত্রিপুরা হন পূজা রায় এবং মিস্টার ত্রিপুরার উপাধি পান সুস্মিতা পাল।

অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

বানিহাল, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরের বানিহালের খারপোরা চকের কাছে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, বানিহালের খারপোরা চকের কাছে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। মৃতদেহ এসডিএইচ বানিহালে পাঠিয়ে শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

উত্তরাখণ্ডে শপথ নবনির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরদের

হলদওয়ানি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শুক্রবার উত্তরাখণ্ডে শপথ নিলেন নবনির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলররা। রামলীলা ময়দানে নবনির্বাচিত মেয়র গজরাজ সিং বিস্ত এবং কাউন্সিলরদের শপথবাক্য পাঠ করান কুমাউনের কমিশনার দীপক রাওয়াত। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী রেখা আর্য্য, কালাধুঙ্গির বিধায়ক বংশীধর ভগত, জেলা সভাপতি প্রতাপ বিস্ত, পৌর কমিশনার রিচা সিং, এসডিএম পরিতোষ ভার্মা প্রমুখ।

কামেশ্বর চৌপালের প্রয়াণে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রবীণ বিজেপি নেতা এবং রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের ট্রাস্টি কামেশ্বর চৌপালের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করলেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। পাটনার বিজেপি দফতরে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সম্রাট চৌধুরী। তিনি বলেন, রাম মন্দির নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী বিজেপির প্রবীণ নেতা কামেশ্বর চৌপালকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে বিহারের বিধান পরিষদ এবং বিজেপি রাজ্য দফতরে। কামেশ্বর চৌপাল বিহারের প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ, বিহার বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি এও বলেন, দলিত সম্প্রদায় থেকে আসা কামেশ্বর জি সারাজীবন সমাজের দুর্বল অংশের উন্নতির জন্য কাজ করে গেছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas